Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Magh 29, 1430 Bangla, February 12, 2024, Monday, No. 43, 54th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Sheikh Hasina has ordered the concerned authorities to take action to get the recognition certificate of Geographical Indications (GI) products of Bangladesh. (Jago FM: 16)

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu warns of taking appropriate action against those who try to do any kind of hoarding or manipulation in view of the upcoming holy Ramadan. (Jago FM: 17)

BNP announces new programs across the country from Tuesday as part of its ongoing movement demanding the cancellation of the 12th Parliament & fresh elections under a non-partisan govt, (VOA: 7; R. Today: 14)

New questions are being raised about how the Rohingyas inside BD are participating in the conflict inside Myanmar as cards of Rohingya camps were found from 23 arested armed men. (BBC: 3)

The Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh says due to the current security situation, the Bangladesh Consulate in Switte, Myanmar will soon be shifted to Yangon on a temporary basis. (VOA: 7)

The government in Myanmar has announced compulsory military service for all young men and women as the country's turmoil continues. (BBC: 19)

A writ has been filed in the High Court seeking inquiry into the death of 13 BNP leaders and activists in various prisons of the country and a direction to pay compensation to their families. (R. Today: 13)

The residents of border area of Bandarban are still suffering from unknown fear due to the ongoing conflict in Myanmar. On Sunday, intermittent gunshots were heard in some areas. (R. Today: 14)

Journalist Sagar's mother Salha Munir says, "In this life, I may not be able to see the trial of the murder of my son and son's wife." But now the question is whether Sagar-Runi's child Megh will be able to see the trial? (DW: 11)

Intern doctors have mercilessly beaten a patient's son at RMCH. No doctor can beat patient's relatives. Two intern doctors were temporarily suspended in Rajshahi, but no action was taken against the intern doctors in any previous incident in the country. (DW: 10)

Five people were killed in a collision between a CNG autorickshaw and a covered van in Comilla. (R. Today: 13)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ২৯, বাংলা ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৪, সোমবার, নং- ৪৩, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্যের স্বীকৃতির সনদ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (জাগো এফএম : ১৬)

আসন্ন রমজান সামনে রেখে কোনো ধরনের মজুদদারি বা কারসাজি করার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। (জাগো এফএম : ১৭)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বাতিল ও নিদলীয় সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবিতে চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার থেকে সারাদেশে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণসহ ৬ দিনব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। (ভোয়া : ৭; রে. টুডে : ১৪)

মিয়ানমারের অভ্যন্তরে চলমান সংঘাতে বাংলাদেশের ভেতরে থাকা রোহিঙ্গারাও কিভাবে অংশ নিচ্ছে তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। গত মঙ্গলবার এমন ২৩ জনকে অস্ত্রসহ আটকের পর বিজিবি তাদেরকে পুলিশে হস্তান্তর করে। যাদের অনেকের কাছে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের কার্ড ছিলো। (বিবিসি: ৩)

বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে মিয়ানমারের সিত্তে শহরে অবস্থিত বাংলাদেশ কনস্যুলেট শিগগিরই ইয়াঙ্গুনে অস্থায়ী ভিত্তিতে স্থানান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। (ভোয়া : ৮)

দেশটির অস্থিরতা অব্যাহত থাকায় মিয়ানমারের সরকার সব যুবক-যুবতীর জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরি ঘোষণা করেছে। (বিবিসি: ১৯)

দেশের বিভিন্ন কারাগারে সম্প্রতি ১৩ বিএনপি নেতাকর্মীর মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত ও তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে। (রে. টুডে : ১৩)

মিয়ানমারে দুই বাহিনীর মধ্যে চলমান সংঘর্ষের কারণে এখনো অজানা আতঙ্কে ভুগছে বান্দরবানের সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা। রোববার থেমে থেমে গুলির শব্দে পাওয়া গেছে উলুবুনিয়া, উনচিপ্রাং ও হোয়াইক্যংসহ কয়েকটি এলাকায়। (রে. টুডে : ১৪)

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজন রোগীর ছেলেকে নির্দয়ভাবে পিটিয়েছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। কোনো চিকিৎসক রোগীর স্বজনের গায়ে হাত তুলতে পারেন না। রাজশাহীতে দুই ইন্টার্ন চিকিৎসককে সাময়িক বরখাস্ত করা হলেও এর আগের কোন ঘটনায় ইন্টার্ন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা শোনা যায়নি। (ডয়চে ভেলে : ১১)

সাংবাদিক সাগরের মা সালহা মুনির বলেছেন, "এই জীবনে আমার ছেলে আর ছেলের বউ হত্যার বিচার হয়তো আর দেখে যেতে পারব না।" কিন্ত এখন প্রশ্ন সাগর-রুনির সন্তান মেঘ কি বিচার দেখে যেতে পারবে? (ডয়চে ভেলে : ১০)

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে পণ্যবাহী কাভার্ডভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। (রে. টুডে : ১৩)

বিবিসি

মিয়ানমারের যুদ্ধে যেভাবে জড়িয়ে পড়ছে ক্যাম্পের রোহিঙ্গারা

মিয়ানমারের অভ্যন্তরে চলমান সংঘাতে বাংলাদেশের ভেতরে থাকা রোহিঙ্গারাও কীভাবে অংশ নিচ্ছে তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। এমন অবস্থায় সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে সীমান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে। কক্সবাজারের উখিয়া টেকনাফের গ্রামবাসীরা বলছেন, সংঘাতের এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্যাম্পে থাকা রোহিঙ্গা সংগঠনগুলোর কেউ কেউ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আরাকান আর্মির সাথে 'যুদ্ধে' অংশগ্রহণ করছে। কোনো কোনো সংগঠন আবার মিয়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশের (বিজিপি) ফেলে যাওয়া অস্ত্রগুলো নিয়ে প্রবেশ করছেন বাংলাদেশে। গত মঙ্গলবার এমন ২৩ জনকে আটকের পর বিজিবি তাদেরকে পুলিশে হস্তান্তর করে। তাদের কাছ থেকে ১২টি অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়। কক্সবাজারের পুলিশ সুপার মাহফুজুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'এই ২৩ জন ব্যক্তি সশস্ত্র ছিল। যাদের অনেকের কাছে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের কার্ড ছিল। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে'। তবে তারা কেন যাচ্ছে? কীভাবে যাচ্ছে এই প্রশ্ন আমাদেরও'। এ নিয়ে কক্সবাজারে কর্মরত সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তার সাথে আলাপ হয় বিবিসি বাংলার এই সংবাদদাতার। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি জানান, "আটককৃতদের বেশিরভাগ নবী হোসেনের নেতৃত্বাধীন আরাকান রোহিঙ্গা আর্মি (এআরএ) ও রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) সদস্য। আটক হওয়ার আগের রাতে আরাকান আর্মির সাথে তাদের যুদ্ধ হয়। এতে তাদের দশজনের মতো মারাও গেছে।" তিনি জানান, "তারা আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকতে না পেরে কেউ কেউ পালিয়ে এসেছেন। তাদেরকেই মূলত স্থানীয়রা আটক করে পুলিশে দিয়েছে"।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মিয়ানমারের যুদ্ধেই বা কেন জড়াচ্ছে বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো? এর উত্তর খুঁজতে বিবিসি বাংলার এই সংবাদদাতা কথা বলেন ক্যাম্পে থাকা রোহিঙ্গা, উখিয়া টেকনাফের বাসিন্দা ও সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর সাথে। এ নিয়ে নানামুখী উত্তর পাওয়া যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে। ক্যাম্পের রোহিঙ্গা মো. জুনায়েদ বিবিসি বাংলাকে জানান, "এই সংগঠনগুলো সবাই চায় নিজেদের শক্তি দেখাতে। তাদের দশ জনের জন্য দশলাখ মানুষ দুঃখী।" স্থানীয় বাসিন্দা ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা যাচ্ছে, মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ এই সংঘাতে রোহিঙ্গা ক্যাম্প কেন্দ্রিক আরসা, আরএসও এবং নবী হোসেনের নেতৃত্বাধীন আরাকান রোহিঙ্গা আর্মি (এআরএ) গ্রুপ নামে তিনটি পক্ষ কম বেশি সক্রিয়। গত মঙ্গলবার সকালে উখিয়ার রহমতের বিল এলাকা থেকে একজনকে অস্ত্র ও বাহিনীর পোশাকসহ একজনকে আটক করে স্থানীয় গ্রামবাসী। পরে তাকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। তখন তার কাছে পরিচয় জানতে চাওয়া হয়। অত্যাধুনিক রাইফেল ও গোলাবারুদসহ গ্রামবাসীর হাতে আটক হওয়া ঐ ব্যক্তি তখন বিবিসির সংবাদদাতার কাছে নিজেকে নিজেকে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) সদস্য বলে পরিচয় দেন। এই রোহিঙ্গা সংগঠনটি বেশি সক্রিয় কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে।

এছাড়াও সক্রিয় রয়েছে নবী হোসেনের নেতৃত্বাধীন আরাকান রোহিঙ্গা আর্মির (এআরএ)। গত পাঁচই ফেব্রুয়ারি এআরএ'র অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ থেকে একটি ভিডিও আপলোড করা হয় নবী হোসেনের। যেখানে অস্ত্র ও গোলা বারুদের পাশে দাড়িয়ে নবী হোসেন বলছিলেন, "আমরা মিয়ানমার বিজিপিকে মেরে এই অস্ত্রগুলো পেয়েছি। হে রোহিঙ্গা জোয়ান, তোমরাও আসো, তোমাদের জন্য আমাদের দরজা খোলা"। এক কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে জানান, সোমবার রাতে যে গোলাগুলি হয়েছে তা মূলত নবী হোসেনের বাহিনীর সাথে আরএসও এবং আরাকান আর্মির মধ্যে হয়েছে। আরাকান আর্মি যখন দেখেছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করার জন্য নবী হোসেন গ্রুপ এই যুদ্ধে তখন আরাকান আর্মি সেটির দখল নিজেদের কাছে নিয়ে নিয়েছে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আরেকটি রোহিঙ্গা সংগঠনের নাম আসছে বেশ জোরেশোরে। সেটি হচ্ছে আরসা বা আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মির। যদিও উখিয়া টেকনাফ ও ঘুমধুম সীমান্ত এলাকায় সংগঠনটির পরিচিতি আল ইয়াকিন নামেই। মিয়ানমার জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে আরসার এই শত্রুতা পুরনো। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মো. মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের অধিকার ও নাগরিকত্ব নিয়ে কাজ করত আরসা। এ কারণে আরসা রোহিঙ্গাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা পায়। তবে এটাও ঠিক ২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর তল্লাশি চৌকিতে আরসার হামলার পরই রোহিঙ্গা নিধন শুরু করে মিয়ানমার সরকার'। তিনি জানান, ২০১৭ সালে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসার পর আরসা মাদক, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও চাঁদাবাজির কারণে তাদের সাধারণ ক্যাম্পের সাধারণ রোহিঙ্গারা পছন্দ করে না। মিয়ানমারে সংঘাতে আরসার অনেক সদস্য ক্যাম্প থেকে যাওয়ার বিষয়টি জানেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দারা। বিবিসি বাংলার কাছে নাম প্রকাশ না করার শর্তে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের একজন দোকানী বলেন বলেন, 'এরা মাঝে মাঝেই ওপারে যায়। এবার যুদ্ধের খবর পেয়ে এখান থেকেও অনেকে গেছে বলে আমরা শুনেছি'। মিয়ানমারের এই সংঘাতে রোহিঙ্গা সংগঠনগুলোর তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। তার নানামুখী উত্তরও পাওয়া গেছে। ক্যাম্পের রোহিঙ্গাদের ভাষ্য, মিয়ানমার জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ আগে থেকেই। যখন

রোহিঙ্গা সংগঠনগুলো দেখেছে রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মি অনেকটা শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করছে জান্তাদের বিরুদ্ধে, তখন এসব সংগঠনগুলোর কেউ কেউ যুদ্ধে গেছে।

তবে রোহিঙ্গাদের বাইরে উখিয়া কক্সবাজার এলাকায় এ নিয়ে ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। তারা বলছেন, মূলত সংঘাতময় এলাকায় নিজেদের আধিপত্য তৈরি করে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ দখলে নেওয়াই এদের প্রধান লক্ষ্য বলেও জানান উখিয়ার বাসিন্দা রবিউল হোসেন। তিনি বলেন, "আরাকান আর্মির সাথে আরএসও যুদ্ধ করছে। নবী হোসেন গ্রুপ মূলত মাদক কারবারি। ওখান থেকে অস্ত্র লুট করবে, কিংবা মাদক পাচার করবে। এ কারণেই তারা ওইপাশে গেছে যুদ্ধ করতে।" কক্সবাজারের কর্মরত একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে জানান 'নবী হোসেন বাহিনী একটা ব্যাটেলিয়ন লুট করে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র বারুদ সংগ্রহ করছে। এই তথ্য তাদের কাছেও আছে'। ২০১৭ বাংলাদেশে যখন রোহিঙ্গারা আশ্রয় নেয় তখন নবী হোসেনও এসেছিলেন। মাদক চোরাকারবারির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে বহু পুরানো। তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলো বিজিবি। উখিয়ার যে কয়েকজনের সাথে কথা হয়েছে তাদের ভাষ্য 'মিয়ানমার-বাংলাদেশ রুটে মাদক চোরাচালানের অন্যতম হোতা এই নবী হোসেন বা এআরএ গ্রুপ। যুদ্ধের চাইতেও বড় আগ্রহ তাদের অস্ত্র লুট ও মাদক ব্যবসার পরিধি বাড়ানো।

বৃহস্পতিবার বিবিসি বাংলার এই সংবাদদাতা যখন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দাদের সাথে রোহিঙ্গাদের সংগঠনগুলোর আগ্রহ নিয়ে জানতে চায়, তখন দু'একজনের উত্তর ছিল তাদের দেশান্তরের পেছনে জান্তা সরকার। এ জন্য প্রতিশোধ নিতে গিয়েছে। যদিও এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব একটা খোলামেলা কথা বলতে চান না সাধারণ রোহিঙ্গারা। তারা জানাচ্ছিলেন, রোহিঙ্গা সংগঠনগুলো এই ক্যাম্পে অনেক সক্রিয়। তারা সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে পরবর্তীতে তারা বিপদে পড়তে পারেন। কক্সবাজারের জেলা পুলিশ সুপার মাহফুজুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "মিয়ানমারের যুদ্ধে রোহিঙ্গাদের আগ্রহ কেন সেটা আমাদেরও প্রশ্ন। তাদের আটকের পর রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। সেখানে যদি তারা যদি কিছু বলে তখন আমরা এর কারণ জানাতে পারব।" ভোর থেকে ভয়াবহ গোলাগুলির পর মঙ্গলবার সকালে ঢেকিবনিয় সীমান্ত এলাকা থেকে বাংলাদেশ প্রান্তে অস্ত্রসহ ঢুকে পড়ে রোহিঙ্গা সংগঠনগুলো। গ্রামবাসী তাদের বাধা দিলে তাদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায় তারা। ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী উখিয়ার পালংখালী ইউনিয়নের নলবুনিয়া গ্রামের শফিকুল ইসলাম। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, 'তারা গোলাবারুদ নিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রবেশ করতে চাচ্ছে। তাদের বাধা দিতে গিয়ে আহত হয়েছে অন্তত ৭ জন। তারা গোলাবারুদসহ ঢোকার পর প্রশাসনের অধীনে নিয়ে নেয়া দরকার ছিল।'

কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মাহফুজুল ইসলাম বলেন, "যুদ্ধ বা উত্তেজনায় মেলা কিছুই হতে পারে। আমরা আমাদের প্রস্তুতি ও সতর্কতা পুরোটাই নিয়ে রাখি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারি সকল সংস্থার মাধ্যমে সমন্বয় করে কাজ করেছি। স্থানীয় জনগণকে সতর্ক করেছি।' গত মঙ্গলবার সকালে উখিয়ার পালংখালীর রহমতের বিল এলাকায় অস্ত্রধারী ১৪ জন সদস্য রহমতের বিলের একটি বাড়িতে ঢুকে পড়তে দেখা যায়। তার কিছুটা দূরে বিজিবি সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছিল। ঐ বাড়িটিতে গিয়ে দেখা যায় অন্তত ১০টি রাইফেলসহ বসে আছেন তারা। পরিচয় জানতেই তারা জানান, তারা সবাই আরএসও সংগঠনের সদস্য। কিন্তু গ্রামবাসী তখন সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন অস্ত্রধারী এসব ব্যক্তির খবর প্রশাসনের কাছে আছে। তারা রোহিঙ্গা সংগঠনের সে তথ্যও তারা জানে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। এ নিয়ে বিবিসি বাংলা জানতে চেয়েছিল কক্সবাজার জেলা পুলিশ সুপার মাহফুজুল ইসলামের কাছে। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'আমার কাছে আরসা, আরএসও বলে কোনো কথা নাই। তারা অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, তার বাইরে তাদের কোনো পরিচয় নাই। তবে ওই অংশটি পুলিশ কাভার করে না।' গত সোমবার নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুমের একটি বাড়িতে মিয়ানমার থেকে ছোড়া মর্টার শেল হামলায় যে দুজন মারা যান তাদের একজন রোহিঙ্গা পুরুষ। রোহিঙ্গা ঐ ব্যক্তি রোহিঙ্গা ক্যাম্পের কার্ডধারী। প্রশ্ন হলো তিনি কীভাবে ক্যাম্পের বাইরে গেলেন।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের একটি দোকানে বৃহস্পতিবার বিবিসি বাংলার কথা হয় রোহিঙ্গা নাগরিক মো. জুনায়েদের সাথে। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'ঐ ব্যক্তি মিয়ানমারে তাদের পাশের গ্রামেই থাকতেন। এতদিন তিনি ক্যাম্পেই ছিলেন। ক্যাম্প ছেড়ে কীভাবে তিনি বাইরে গেলেন এ নিয়ে প্রশ্ন তারও। আমরা যখন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভেতর ঘুরে দেখেছি তখন এর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তেমন কোনো কড়াকড়ি আমরা লক্ষ্য করিনি। দুপুর আড়াইটার দিকে বের হওয়ার সময় কুতুপালং ক্যাম্পের গেটে দিয়ে দেখেছি অনেকেই অনেকটা নির্বিঘ্নে ঢুকছেন ও বের হচ্ছে। তাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার তেমন কোনো চিত্র আমাদের নজরে পড়েনি। কক্সবাজারের পুলিশ সুপার মাহফুজুল ইসলাম বলেন, "এসব বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সুযোগ নাই যে আমার রিসোর্সের অভাব রয়েছে। একশোর বেশি জায়গায় তারকাটা কেটে নিয়ে গেছে। এত কিছুর পরও আমরা নিরাপত্তা দেয়ার কাজটি চালাচ্ছি।" গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, মিয়ানমারের চলমান সংঘাতে এরই মধ্যে বেশ কিছু অস্ত্র রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ঢুকে গেছে, এই তথ্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছেও আছে। এমন পরিস্থিতিতে বুধবার সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে যান বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। তার কাছে এ নিয়ে প্রশ্নও করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেন, "অনেক রোহিঙ্গা ঢুকে গেছে এটা সত্য নয়। এটা অতিরঞ্জিত বিষয়। এটা যেন চাউর না হয়।" বর্তমানে আর কোনো রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রবেশ করতে দেয়া হবে না বলেও জানান বিজিবি মহাপরিচালক। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৪ রিহাব)

বইমেলায় 'তিশার ভালোবাসা' বইটি ঘিরে ঠিক কী ঘটেছে?

এবারের অমর একুশে বইমেলায় যে কয়েকটি বই নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হতে দেখা যাচ্ছে, সেগুলোরই একটি হচ্ছে 'তিশার ভালোবাসা'। বইটির লেখক খন্দকার মুশতাক আহমেদ, যিনি তার চেয়ে অনেক কম বয়সী এক তরুণীকে বিয়ের কারণে বাংলাদেশের সামাজিক মাধ্যমে আলোচনায় এসেছেন। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় বইমেলা প্রাঙ্গণ থেকে তড়িঘড়ি করে বের হয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে খন্দকার মুশতাক আহমেদ ও তার স্ত্রী সিনথিয়া ইসলাম তিশাকে। তাদের ঠিক পেছনেই একদল যুবককে "ভুয়া, ভুয়া" স্লোগান দিয়ে তিশা-মুশতাক দম্পতির দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। ভিডিওতে এই দম্পতি নিয়ে বেশ কিছু তির্যক মন্তব্য ছুড়তেও দেখা গেছে তাদের। ঘটনার পর থেকেই পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই নানান আলোচনা-সমালোচনা করছেন। ঘটনার পক্ষে যারা অবস্থান নিয়েছেন তাদের যুক্তি হচ্ছে, তিশা-মুশতাক দম্পতি 'অসম বিয়ে'কে উৎসাহিত করছেন। অন্যদিকে, ঘটনার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ব্যক্তিরা বলছেন, যুবকরা যেভাবে ওই দম্পতির ওপর চড়াও হয়েছেন, সেটি স্পষ্টতই ব্যক্তি এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ।

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সদস্য খন্দকার মুশতাক আহমেদ কিছুদিন আগে একই কলেজের শিক্ষার্থী সিনথিয়া ইসলাম তিশাকে বিয়ে করে আলোচনায় আসেন। 'তিশা এন্ড মুশতাক' নামে আগেও একটি বই লিখেছেন মি. মুশতাক। এই দম্পতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বেশ সক্রিয়। 'তিশার ভালোবাসা' বইটি ঘিরে এবছর মেলার শুরু থেকেই বেশ আলোচনায় ছিলেন তিশা-মুশতাক দম্পতি। গত নয়ই ফেব্রুয়ারি বিকেলে তারা প্রথমবার মেলায় আসেন। কিন্তু সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল? স্ত্রী সিনথিয়া ইসলাম তিশাকে নিয়ে গত শুক্রবার বিকেলে বইমেলায় যান খন্দকার মুশতাক আহমেদ। এরপর সেখানে যে ঘটনা ঘটেছে, তার একটি বর্ণনা বিবিসি বাংলাকে দিয়েছেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও মিজান পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী মিজানুর রহমান। মি. রহমান জানান, বেলা তিনটার দিকে তিশা-মুশতাক দম্পতি তাদের প্যাভেলিয়নে আসেন। এরপর প্রায় দুই ঘণ্টা তারা সেখানে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মেলায় আগত দর্শনার্থীদের অনেকেই তিশা-মুশতাক দম্পতিকে দেখতে প্যাভেলিয়নের সামনে ভিড় করতে থাকেন। ছবি তোলার পাশাপাশি তারা বইয়ে অটোগ্রাফও নিচ্ছিলেন। ফলে 'তিশার ভালোবাসা' বইটির বেশকিছু কপিও এ সময় বিক্রি হয়। কিন্তু ভিড় বেড়ে যাওয়ায় আশপাশের বইয়ের প্যাভেলিয়ন থেকে অভিযোগ আসতে থাকে। ফলে ঘটনাস্থল ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন তিশা-মুশতাক দম্পতি। কিন্তু উপচে পড়া ভিড়ের কারণে তারা বের হতে পারছিলেন না। এ অবস্থায় দায়িত্বরত আনসার সদস্যরা তাদেরকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেন। কিন্তু মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে বের হবার সময় একদল যুবক হঠাৎ-ই পেছন থেকে "ভুয়া, ভুয়া" বলে চিৎকার করতে থাকে।
তিশা-মুশতাক দম্পতিকে লক্ষ্য করে বেশ কিছু নেতিবাচক মন্তব্যও করতে দেখা যায় তাদের। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, যুবক দলের মিছিল এবং উৎসুক জনতার ঠেলাঠেলির মধ্যে অনেকটা তড়িঘড়ি করেই মেলাপ্রাঙ্গণ ছাড়ছেন তিশা-মুশতাক দম্পতি। ভিডিওতে এটাও দেখা গিয়েছে যে, যুবকদের কয়েকজন 'তিশার ভালোবাসা' বইটি কিনে এনে ছিড়ে ফেলছেন। ঘটনার পর এই দম্পতি স্থানীয় বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমের সাথেও কথা বলেছেন। সেখানেও তারা ঘটনার একই বর্ণনা দিয়েছেন। "সবকিছু ঠিক-ঠাকই ছিল। এরপর আমরা যখন বের হয়ে আসছিলাম, তখন ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সী কিছু ছেলে "ভুয়া ভুয়া" বলে চিৎকার শুরু করে" বলেছিলেন মিজ তিশা। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি আরও বলেন, "না পড়েই তারা কীভাবে বইটিকে ভুয়া বলে? একটি বই, সেটি যত নিম্নমানেরই হোক না কেন, সেটি তারা ছিড়ে ফেলে? এ ঘটনায় আমরা কষ্ট পেয়েছি।" এই ঘটনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তিশা-মুশতাক দম্পতি বই মেলায় এসে যেভাবে 'আক্রোশের' শিকার হয়েছেন, সেটির বিরুদ্ধে অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। সঞ্জয় দে নামের একজন ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, "একজন মানুষ, আরেকজন মানুষের সম্মতির ভিত্তিতে যদি কোনো জীবন গড়ে তোলেন, সেখানে পাহারাদারি করার এখতিয়ার অন্য মানুষ হিসেবে আমাদের নেই।" তিনি আরও বলেন, "ওই বইয়ে কী আছে, লেখার মান কেমন- এসবের চেয়ে আমার কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বকপূর্ণ, বইটির লেখক বইটি লেখার কারণে একদল নৈতিক মাস্তানের হাতে প্রকাশ্যে স্ত্রীসহ নিগৃহীত হয়েছেন।" শাখাওয়াত হোসেন নামের একজন বলছেন, "তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, এরা দু'জন অসম বয়সী বিয়ে করে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধকে আহত করেছেন। কিন্তু আমাদের আশপাশে প্রচুর লোক আছে, যারা অনৈতিক উপায়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাচ্ছেন, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদী মনোভাব পোষণ করি?" বলেন তিনি।

অন্যদিকে, তিশা-মুশতাক দম্পতিকে যারা অপমান করতে চেয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে তাদের পক্ষেও অনেকে অবস্থান নিচ্ছেন। জাকির হোসেন নামের একজন ফেসবুকে লিখেছেন, "এটা কোনো সহজ-স্বাভাবিক ভালবাসার বিয়ে ছিল না। পরিস্থিতির চাপে সমঝোতা ছিল। ভাইরাল ট্রেন্ডে থাকতে থাকতে গিয়ে তারা পুরো যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করতে নেমেছে। এতে যদি পাঁচটা মেয়েও ভুল পথে পা বাড়ায়, তার দায় কি আপনি নিবেন?"

বলেন তিনি। শফিকুল ইসলাম নামে একজন লিখেছেন, "সমাজ-রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এটাকে অনুৎসাহিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় বন্ধন ভেঙে পড়বে। .....তাই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই মুশতাক-তিশাদের থামানো এবং মেন্টাল কাউন্সিলিং জরুরি।" তিশা-মুশতাক দম্পতির সাথে গত নয়ই ফেব্রুয়ারি বইমেলায় যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে, সেটিকে 'অনাকাঙ্ক্ষিত' এবং 'দুঃখজনক' বলেই মনে করছে বাংলা একাডেমি। "এটি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং দুঃখজনক ঘটনা। খবর পাওয়ার পরপরই আমাদের লোকজন ঘটনাস্থলে যান এবং নিরাপদে তাদেরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসেন"। বিবিসি বাংলাকে বলেন সচিব ড. মো. হাসান কবীর।

তবে কারা ঘটনাটি ঘটিয়েছে, সেটি এখনও শনাক্ত করতে পারেনি বাংলা একাডেমি। "বিক্ষুব্ধ একদল মানুষ ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে আমরা জেনেনি। তবে লিখিত অভিযোগ না পাওয়ায় কাউকে শনাক্ত করা বা তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি" বিবিসি বাংলাকে জানান মি. কবীর। ঘটনার পর মি. মুশতাকের সাথে যোগাযোগ হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলা একাডেমি। পরবর্তীতে মেলায় আসার আগে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে আসার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে তাকে। "এটি বলা হয়েছে, যাতে আগে থেকেই আমরা উনার নিরাপত্তায় ব্যবস্থা নিতে পারি" বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. কবীর। এদিকে, ঘটনার পর দর্শনার্থীদের অনেকেই মেলাপ্রাঙ্গণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এ বিষয়ে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য কী? "এই ঘটনা ধরে মেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ নিরাপত্তাকর্মীরাই তাদেরকে নিরাপদে মেলাপ্রাঙ্গণ ছাড়তে সহায়তা করেছেন", বিবিসি বাংলাকে বলেন অমর একুশে বইমেলার এবারের আয়োজনের সদস্য সচিব কে এম মুজাহিদুল ইসলাম।

তবে এ ধরনের ঘটনা যেন ভবিষ্যতে আর না ঘটে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে খুব শিগগিরই লেখক, প্রশাসক ও আয়োজকরা আবারও বৈঠকে বসবেন বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন মি. ইসলাম। বইমেলায় যে ঘটনা ঘটেছে, সেটিকে মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য হুমকি বলে মনে করছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। "দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিজেররা বিয়ে করে সংসার করছেন। এটা নিয়ে তাদেরকে অপমান করা কিংবা তাদের বই ছিঁড়ে ফেলার অর্থ তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা", বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জোবাইদা নাসরিন। একই কথা বলছেন আরেক সমাজবিজ্ঞানী সানজিদা নীরা। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "কোনো বই নিয়ে কারও আপত্তি থাকলে সংযত উপায়ে সেটার গঠনমূলক সমালোচনা হতে পারে। কিন্তু সেটি না করে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক হওয়া কোনো সভ্য সমাজের কাজ হতে পারে না।" এ ঘটনায় বাংলা একাডেমিরও দায় রয়েছে বলে মনে করছেন সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ। "আয়োজক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের উচিৎ ছিল একজন লেখকের সম্মান রক্ষা করা, যেখানে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। কাজেই এই দায় তারা এড়াতে পারে না", বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জোবাইদা নাসরিন।

ইতিহাস বিকৃতি, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, রাজনৈতিক বিতর্ক বা অশ্লীলতা – এমন সব কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশে অতীতেও বিভিন্ন সময় বই নিষিদ্ধ করা, এমনকি লেখকদের উপর আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে। এমনকি অমর একুশে বইমেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমিকেও বিভিন্ন সময় 'বিতর্কিত' বই প্রকাশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে দেখা গেছে। 'বিতর্কিত' বই প্রকাশ করায় ২০২৩ সালের অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণে বাধার মুখে পড়েছিল প্রকাশনা সংস্থা আদর্শ। এবছর এখন পর্যন্ত সে ধরনের কিছু দেখা না গেলেও তিশা-মুশতাক দম্পতির সাথে যা ঘটেছে, সেটি নিয়েও মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি আবারও আলোচনায় আসছে। এছাড়া ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ক গল্প থাকায় সম্প্রতি বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককেও সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের পাতা ছিঁড়ে ফেলতে দেখা গেছে। "বাংলাদেশ এখন রাজনৈতিকভাবে অস্থির একটি সময় পার করছে, যার প্রভাব মানুষের সমাজ জীবনেও পড়ছে। ফলে মানুষ ক্রমশই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, মোরাল পুলিশিং করছে", বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জোবাইদা নাসরিন। রাজনৈতিক অস্থিরতা সামাল দিয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা না গেলে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যেতে পারে বলেও মনে করছেন মিজ নাসরিন। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১১.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

পুলিশ হেফাজতে মারা যাওয়া নেতা-কর্মীদের নাম প্রকাশ করেছে বিএনপি

গত বছরের ২৮ অক্টোবরের আগে ও পরে, কারাগারে মারা যাওয়া নেতা-কর্মীদের তালিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। রবিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তালিকা তুলে ধরেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। রিজভী দাবি করেন, বিএনপির ১৪ জন নেতা-কর্মী কারাগারে পর্যাপ্ত চিকিৎসা না পেয়ে বা ওষুধ না পেয়ে এবং পুলিশ রিমান্ডে নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছেন। তিনি জানান, হাসপাতালে নেয়ার পথে তাদের মৃত্যু হয়েছে উল্লেখ করে, মৃত্যুর পর কারা কর্তৃপক্ষ একই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছে। "বাস্তবতা হলো, তারা কারাগারে মারা গেছেন, হাসপাতালে নয়;" রিজভী দাবি করেন। বিএনপির তালিকা অনুযায়ী, কারাগারে বন্দী অবস্থায় মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন; খুলনা জেলা যুবদল নেতা কামাল হোসেন মিজান, সাতক্ষীরা বিএনপি নেতা উকিল আবদুস সাত্তার, মহসিন-উল-মুলক, রংপুর বিএনপি নেতা মনোয়ারুল ইসলাম। এছাড়াও রয়েছেন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি নেতা ইদ্রিস আল বাশার, ইমতিয়াজ আহমেদ, গাজীপুরের বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান খান হীরা, মোহাম্মদ শফিউদ্দিন মাস্টার, পাবনা বিএনপি নেতা আবুল কালাম আজাদ।

মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় আরো যাদের নাম রয়েছে, তারা হলেন- চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি নেতা গোলামুর রহমান গোলাপ, নাটোর যুবদল নেতা আবুল কালাম আজাদ, রাজশাহী যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম, নওগাঁ বিএনপি নেতা মতিবুল মণ্ডল ও ঢাকা মহানগর শ্রমিক দল নেতা ফজলুর রহমান কাজল।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের পণ্যের জিআই সনদের বিষয়ে সক্রিয় থাকার নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সনদের বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রবিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকালে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্বকালে তিনি এ নির্দেশ দেন। পরে, এ বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, বৈঠকে জিআই পণ্যের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সক্রিয় হতে বলেছেন এবং বাংলাদেশের পণ্যের জিআই সনদ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে বলেছেন। এর আগে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন টাঙ্গাইল শাড়ি, নরসিংদীর অমৃত সাগর ও গোপালগঞ্জের রসগোল্লার জিআই সনদ প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। ভারত সরকার টাঙ্গাইল শাড়িকে জিআই স্বীকৃতি দেয়ার পর জিআই সার্টিফিকেশনের বিষয়টি বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে আসে। ভারত সরকারের দাবি, টাঙ্গাইল শাড়ির মূল উৎপত্তিস্থল পশ্চিমবঙ্গ। এই খবর প্রকাশের পর, বাংলাদেশে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। উল্লেখ্য, টাঙ্গাইল বাংলাদেশের একটি জেলা এবং প্রাচীন জনপদ। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ এলিনা)

বিএনপি ৬ দিনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, মঙ্গলবার থেকে শুরু

নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। রবিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ৬ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বাতিল ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবিতে চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে, মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) থেকে সারাদেশে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ-সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি। রুহুল কবির রিজভী জানান, বিএনপি এবং এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা আগামী ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার ও বুধবার) ঢাকা-সহ অন্যান্য মহানগরে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করবেন। এছাড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি সব জেলা শহরে এবং ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি দেশের সব উপজেলা, থানা, পৌরসভা ও ইউনিয়নে অনুরূপ কর্মসূচি পলন করা হবে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সীমান্তে গোলাগুলিতে নিহত বাংলাদেশিদের স্মরণে ১৬ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমা দেশের সব মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করবে বিএনপি। রিজভী বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ কারাবন্দী অন্য নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতে গণযোগাযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের সম্ভাব্য সব বাধা ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে, নতুন কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানান বিএনপির সিনিয়র যুগ্মমাহসচিব। গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর, এটি বিএনপির তৃতীয় দফা রাজপথ কর্মসূচি। এর আগে, ২৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বাতিলের দাবিতে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে ঢাকা-সহ সব মহানগর শহরে কালো পতাকা মিছিল করেছে বিএনপি। পরে, নির্দলীয় সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনের প্রথম দিন ৩০ জানুয়ারি রাজধানীসহ সারাদেশে কালো পতাকা নিয়ে মিছিল বের করার ঘোষণা দেয় বিএনপি। সেদিন রাজধানী ঢাকার সাতটি পয়েন্টে বিএনপিকে মিছিল করতে দেয়নি পুলিশ। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ এলিনা)

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বহুপাক্ষিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে বাংলাদেশ ও ফ্রান্স

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায়, বহুপাক্ষিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে বাংলাদেশ ও ফ্রান্স। রবিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) পরিবেশ, বাংলাদেশের বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফ্রান্সের একটি প্রতিনিধি দল। সাক্ষাৎকালে, এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে দুই দেশ। বৈঠকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সহযোগিতা জোরদার ও টেকসই পরিবেশগত চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুই, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জুলিয়েন ডুয়ার এবং ফ্রান্সের জলবায়ু পরিবর্তন সমঝোতা বিষয়ক রাষ্ট্রদূত স্টিফেন ক্রৌজাত। বৈঠকে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন, অভিযোজন কৌশল ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ-সহ সহযোগিতার মূল ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া, স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে এবং জলবায়ু লক্ষ্য অর্জনে জ্ঞান, প্রযুক্তি ও সম্পদ বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে উভয় পক্ষ। ফ্রান্সের অব্যাহত সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সাবের হোসেন চৌধুরী। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্রিয় অবস্থান তুলে ধরেন তিনি। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষায় সমন্বিত বৈশ্বিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন বাংলাদেশের বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী। জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে

কাজ করতে ফ্রান্সের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন ফ্রান্সের জলবায়ু বিষয়ক দূত। উদ্ভাবনমূলক সমাধান বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন তিনি। এছাড়া, জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। উভয় পক্ষ, যৌথ প্রকল্প, জ্ঞান বিনিময় কর্মসূচি ও নীতি সংলাপের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা আরো গভীর করতে সম্মত হয়। তারা জলবায়ু কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে উচ্চাশার পক্ষে এবং ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য সহায়তা জোগাড় করতে সিওপি বৈঠকসহ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম কাজে লাগানোর গুরুত্বের ওপর জোর দেন। বাংলাদেশ ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য একটি সবুজ ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করার অভিন্ন অঙ্গীকার করা হয়েছে বৈঠকে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ এলিনা)

মিয়ানমারের সিত্তে শহরে অবস্থিত বাংলাদেশ কনস্যুলেট ইয়াঙ্গুনে সরানো হচ্ছে

বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে মিয়ানমারের সিত্তে শহরে অবস্থিত বাংলাদেশ কনস্যুলেট শিগগিরই ইয়াঙ্গুনে অস্থায়ী ভিত্তিতে স্থানান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। রবিবার (১১ ফেব্রয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, "ইতোমধ্যেই মৌখিক নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে।" সিত্তে শহরে অবস্থিত অন্যান্য দেশের মিশনগুলো নিরাপত্তার কারণে ইয়াঙ্গুনে স্থানান্তর করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। এর আগে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ শনিবার (১০ ফেব্রয়ারি) বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে, বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। "শুধু আমাদের দেশে মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা আসছে, তা নয়, ভারতেও কয়েক শ' লোক ঢুকেছে;" জানান হাছান মাহমুদ। তিনি আরো জানান, ভারতে প্রবেশ করা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের তারা ফেরত নিয়ে গেছে মিয়ানমার। "দেশটির সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও সেনাবাহিনীসহ তাদের পরিবারের বেশ কিছু সদস্য আমাদের দেশেও পালিয়ে এসেছে;" যোগ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ড. হাছান মাহমুদ বলেন, মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের বৈঠক হয়েছে, মিয়ানমার সম্মত হয়েছে তাদের লোকদের ফিরিয়ে নিতে। "তাদেরকে ফেরত নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে, আলোচনা চলছে;" তিনি জানান। হাছান মাহমুদ আরো বলেন, মিয়ানমারের সরকারি বাহিনীর সঙ্গে আরাকান বাহিনী-সহ অন্যদের সংঘাত চলছে। সে সংঘাতের কারণে মাঝেমধ্যে দুই একটি গোলা বাংলাদেশে এসে পড়েছে। দুজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এ সব ঘটনার জন্য সম্প্রতি মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে কড়া প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ এলিনা)

ব্যবসায়ীদের প্রতি শেখ হাসিনা : 'রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে পদক্ষেপ নিন'

বাংলাদেশের রফতানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং পণ্য বৈচিত্রকরণে পদক্ষেপ নিতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রবিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকালে গণভবনে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) একটি প্রতিনিধি দল শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। এ সময় তিনি এ আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব কে এম শাখাওয়াত মুন, সাক্ষাতের বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। শাখাওয়াত মুন জানান যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "রপ্তানি বাড়াতে পণ্যের বাজার যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনতে হবে।" উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান যেন নিশ্চিত থাকে, সেদিকেও ব্যবসায়ীদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলেন শেখ হাসিনা; জানান উপ-প্রেস সচিব শাখাওয়াত মুন। শাখাওয়াত মুন আরো জানান, সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে বৈশ্বিক পরিস্থিতিসহ নানা কারণে সৃষ্ট কিছু সমস্যা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং যথাসম্ভব সমাধানের আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন; বিজিএমইএ'র সভাপতি ফারুক হাসান, প্রাক্তন সভাপতি ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম মুর্শেদী, শফিউল ইসলাম ও সিদ্দিকুর রহমান।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা

ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। আজ এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির প্রতিবেদন :

ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। একই সঙ্গে নিহতদের স্মরণে দোয়া ও মাগফিরাত কামনায় কর্মসূচি রাখা হয়েছে। রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি জানান, ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গল ও বুধবার ঢাকা-সহ দেশের সব মহানগরে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হবে। এরপর ১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ভারত ও মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিহত হওয়া বাংলাদেশিদের স্মরণে বাদ জুম্মা সারা দেশের সব মসজিদে দোয়া ও মাগফিরাত কামনা করা হবে। পরদিন শনিবার ১৭ ফেব্রুয়ারি সব জেলা শহরে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হবে। ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি দেশের সব উপজেলা, থানা, পৌরসভায় ও

ইউনিয়ন পর্যায়ে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করবে নেতাকর্মীরা। রুহুল কবির রিজভী বলেন (স্বকণ্ঠে) : আবারও ক্ষমতা দখলের পর দেশজুড়ে বেপরোয়া দখলবাজি চলছে। দখলকৃত সম্পদ ভাগাভাগি করতে গিয়ে নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করছে। যার প্রমাণ কুড়িগ্রাম ও কুমিল্লা-সহ সারাদেশে ছাত্রলীগের নেতাদের হাতে আওয়ামী লীগ নেতারা খুন হচ্ছে। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১১.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

প্রযুক্তির যুগেও বইয়ের প্রতি বাড়ছে মানুষের আলাদা আগ্রহ; ধরে রাখার মেলবন্ধন একুশের বইমেলা

বাংলাদেশের বইমেলা সম্পর্কে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির প্রতিবেদন :

১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা বাংলা একাডেমীর বর্ধমান হাউসের সামনের বটতলায় এক টুকরো চটের ওপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলা শুরু করেছিলেন। এখন সেই বইমেলা হয়ে উঠেছে বাঙালির মনন ও উৎকর্ষের স্মারক। সামষ্টিক সৃজনের উর্বর জমিন। বইমেলার কথা ভাবলেই প্রাণে খুশির দোলা লাগে, উৎফুল্ল হয়ে উঠে মন। বইমেলা আনন্দ, মিলন আর ভাব আদান-প্রদানের এক গতিশীল স্টেশন। কত সাজে, কত বিন্যাসে কত বই আসে এই বইমেলায়। এ জ্ঞানগোলা বাঙালির মননের খনি। মেলায় আসা বইয়ের বিস্তৃতি ও বিষয় পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব। ১৯৭২ সালে ৩২টি বই দিয়ে শুরুর সেই যাত্রা আজ অনেক বিস্তৃত। বইমেলার আকারগত বিশালত্ব সাক্ষ্য দিচ্ছে জ্ঞান চর্চায় জাতি বেশ এগিয়েছে। তাই তো ফেব্রুয়ারি এলেই অমর একুশে বই মেলা পরিণত হয় উৎসবের অনুষঙ্গে। জনৈক ব্যক্তি (এক) (স্বকণ্ঠে) : আমার প্রতিবছরই বইমেলায় আসা হয়। ছোটবেলায় দেখা যেত যে, আব্বু আম্মুর সাথে আসতাম। আর এখন একটু বড় হয়েছি, ভার্সিটিতে পড়ি। তাই ফ্রেন্ডদের নিয়ে এসেছি। জনৈক ব্যক্তি (দুই) (স্বকণ্ঠে) : ঠাকুরগাঁও থেকে আমি বইমেলায় আসছি। আমার বইমেলা অনেক ভালো লাগে। এখানে বড়দের, শিশুদের অনেকজনেরই বই পাওয়া যায়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিটি দিন গড়াচ্ছে আর মেলায় ভিড় বাড়ছে বইপ্রেমী পাঠক, লেখক ও দর্শনার্থীর। অফিস খোলার দিন রবিবারেও অনেকেই দল বেঁধে বইমেলায় এসেছেন। কেউ কেউ বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে, কেউবা পরিবার পরিজন নিয়ে, প্রিয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন একুশের বইমেলায়। শিশু, কিশোর-কিশোরীরাও এসেছে। মেলায় আগতরা ঘুরে ঘুরে দেখছেন নিজের প্রিয় লেখক-সহ মেলায় আসা নতুন বইগুলো। জনৈক ব্যক্তি (এক) (স্বকণ্ঠে) : আমি আসছি বই পড়া দিকটিকে উদ্বুদ্ধ করতে। নিজেও উদ্বুদ্ধ হইতে এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে। জনৈক ব্যক্তি (দুই) (স্বকণ্ঠে) : আমি আজ অনেক মজা করেছি। অনেক রকমের বই কিনেছি। ভূতের বই, কিশোর গল্প। বইয়ের প্রতি মানুষের ভালোবাসায় উচ্ছ্বসিত লেখক-প্রকাশকরাও। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যোনে বিস্তৃত অমর একুশে বইমেলার এগারোতম দিন গেল আজ। প্রযুক্তির যুগে,বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ ধরে রাখতে মেলবন্ধন একুশের বইমেলা। জনৈক বিক্রেতা (এক) (স্বকণ্ঠে) : পাঠক আসছেন বই দেখছেন, বই ঠিকমত কিনছেন না? দেখি সামনে কী হয়। জনৈক বিক্রেতা (দুই) (স্বকণ্ঠে) : বিক্রি হচ্ছে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। লেখক-প্রকাশকদের প্রত্যাশা, সামনের দিনগুলোতে মেলায় বই বিক্রি আরও বাড়বে বইমেলার।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১১.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

গাজার কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে নেয়া হয়েছে : ইউএনআরডব্লিউএ'র প্রধান

নিকট প্রাচ্যে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম বিষয়ক সংস্থা বা ইউএনআরডব্লিউএ'র প্রধানের ভাষ্যানুযায়ী, সংস্থাটি ৭ই অক্টোবর হামাসের হামলায় তাদের কয়েকজন কর্মী জড়িত ছিল বলে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক অভিযোগের ক্ষেত্রে দ্রুত সাড়া দিয়েছে। কমিশনার-জেনারেল ফিলিপ লাযারিনি বলেন যে, ইউএনআরডব্লিউএ অভিযোগগুলো গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে। সংস্থাটি, ইতোমধ্যে জড়িত থাকার সন্দেহে ১২ জন কর্মীর মধ্যে দশজনকে বরখাস্ত করেছে। অপর দুজন মারা গেছেন। গতকাল শনিবার এনএইচকে'র কাছে প্রদত্ত এক অনলাইন সাক্ষাৎকারে লাযারিনি বলেন যে, একটি স্বাধীন তদন্ত চলমান থাকার মাঝে এমনকি তদন্তের ফলাফল প্রকাশের আগেই সংস্থাটি দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে এবং কর্মীদের বরখাস্ত করেছে। লাযারিনি বলেন যে, জাপান'সহ দশটিরও বেশি দেশ ইউএনআরডব্লিউএ'র জন্য তহবিল যোগান দেয়া স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়ায়, জরুরি প্রয়োজনে সাড়া দিতে সংস্থাটির ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে কারণ মার্চ থেকে সংস্থাটির তহবিল শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন যে, তদন্তের ফলাফল শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে এবং দাতা দেশগুলো পুনরায় সংস্থাটিকে তহবিল সরবরাহ শুরু করবে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

মেঘ কি বিচার দেখে যেতে পারবে?

মালিবাগের কলেজ ছাত্রী রুশদানিয়া ইসলাম বুশরা হত্যার ১৬ বছর পর ২০১৬ সালে উচ্চ আদালত থেকে সব আসামি খালাস পেয়েছিল। ওই রায়ের পর তার মা লায়লা ইসলাম তখন বলেছিলেন,"এখন মনে হয়, বুশরা বলতে কেউ জন্মগ্রহণই করেনি। বুশরা নামে কেউ ছিল না, কেউ খুনও হয়নি।" আর এই সময়ে এক দশক পর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক যখন বলেন," সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের তদন্তে প্রয়োজনে ৫০ বছর সময় দিতে হবে।" এর প্রতিক্রিয়ায় সাগরের মা সালেহা মুনির বলেন," ৫০ বছর পর তো আমরা, হত্যাকারীরা কেউই বেঁচে থাকব না। তখন এই বিচার কার হবে?

কার জন্য হবে? কে দেখবে?" ৪৮ ঘণ্টা থেকে এক সপ্তাহ। এক সপ্তাহ থেকে এক দশক। তারপর এখন ৫০ বছরের তাগিদ। আমরা জানি না তারপর শতাব্দির প্রশ্ন আসে কি না। তাহলে বিচার আর ন্যায়বিচার এই দেশে কি এক অধরা বিষয়ে পরিণত হলো?

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি সাংবাদিক দম্পতি খুন হয়েছিলেন ঢাকায় তাদের পূর্ব রাজাবাজারের বাসায়। তখন তাদের সঙ্গে ছিলেন তাদের একমাত্র শিশু পুত্র মেঘ। হত্যার পর তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন বলেছিলেন," ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাগর-রুনির হত্যাকারীরা আইনের আওতায় আসবে।" এর কয়েকদিন পর সে সময়ের পুলিশ প্রধান হাসান মাহমুদ খন্দকার মামলার তদন্তে প্রণিধানযোগ্য অগ্রগতির কথা বলেন। হত্যাকাণ্ড মামলার তদন্তের কয়েকদিন পরই তেজগাঁ থানা পুলিশ থেকে ডিবিতে চলে যায়। আর ওই বছরের ১৮ এপ্রিল ডিবির তখনকার উপকমিশনার মনিরুল ইসলাম হাইকোর্টে হাজির হয়ে এক মাসের মাথায় তদন্তে ব্যর্থতা স্বীকার করে তদন্তের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। আর ওইদিনই আদালত তদন্তের দায়িত্ব দেন র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে(র‌্যাব)। র‌্যাব এক যুগ ধরে এই মামলার শুধু তদন্তই করছে। তদন্তে র‌্যাব ১০৭ বার সময় নিয়েছে এ পর্যন্ত। কিন্তু তদন্তে তারা কিছু পেলো, কি পেলো না তা জানাচ্ছে না আদালতকে। আদালতও খুশি মনে সময় দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের মনেও কি তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন জাগে না? তারা যেন বসেই থাকেন নতুন তারিখে র‌্যাবকে সময় বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। এখন র‌্যাবের সময় চাওয়া আর আদালতের সময় দেয়া এটাই হলো এখন সাগর-রুনি হত্যার তদন্ত উপাখ্যান। মাঝে মাঝে তদন্ত কর্মকর্তা অবশ্য বদল হয়। সেটা আরো ভালো তদন্তের জন্য এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। সেটা হয় তদন্ত কর্মকর্তা বদলির কারণে। নিয়ম মতে আরেক জনকে তদন্তের দায়িত্ব দিতে হয়, তাই দেয়া হয়। এখন তাই কে তদন্ত কর্মকর্তা তা জানাও দুষ্কর। তদন্ত অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রতিবছরই তোতা পাখির মতো একই কথা বলে র‌্যাবের গণমাধ্যম শাখা সাংবাদিকদের। তদন্ত কর্মকর্তা কোনো কথা বলেন না। র‌্যাব এ পর্যন্ত আটজনকে সন্দেহজনকভাবে আটক করলেও তাদের কেউ সাগর-রুনি হত্যার সঙ্গে জড়িত তা কিন্তু বলছে না। তাদের সবাই ওই কারণে হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছে। র‌্যাব আবার মাঝে দুই বছর কাটিয়েছে ডিএনএ টেস্ট নিয়ে। আর এই কাজে তারা যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত গিয়েছে। কিন্তু তার ফলাফলও শূন্য। কারণ তারা আলামত থেকে দুইজনের ডিএনএ প্রোফাইল পেয়েছে। আর তার সঙ্গে তারা আটক করা আটজনসহ ২৫ জনের ডিএনএ ম্যাচ করে কারুর সঙ্গে মিল পায় নাই। এখন মনে হচ্ছে সেটা পেতে র‌্যাবকে ১৭ কোটি মানুষের ডিএনএ টেস্ট করতে হবে।

এই সব দেখে মনে হচ্ছে এই হত্যা মামলাটির তদন্ত আসলেই তারা করছে কি না? কেউ কেউ তদন্ত সংস্থা পরিবর্তনের দাবি করছেন। এরমধ্যে সাংবাদিক নেতারাও আছেন। কিন্তু সাগর-রুনির পরিবারের সদস্যরা সেটা বলছেন না। দুই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে আমি জেনেছি যে, তারা সন্দিহান যে সরকার এই মামলার তদন্ত আদৌ চান কি না। তারা মনে করেন, সরকার চাইলে এই মামলার তদন্ত হবে, খুনিরা চিহ্নিত হবে। আইনের আওতায় আসবে। সরকার না চাইলে হবে না। তাই সরকার সঠিক তদন্ত না চাইলে তদন্ত সংস্থা পরিবর্তন করে কোনো লাভ নাই।

সাগরের মা সালেহা মুনির গত সপ্তাহেই আমাকে বলেছেন," তদন্ত সংস্থা পরিবর্তন করে কোনো লাভ হবে না। কারণ, সরকার চায় না এর তদন্ত হোক। চাইলে এতদিনে খুনিরা ধরা পড়তো, বিচারের মুখোমুখি হতো। আমি এখন আল্লাহর কাছে বিচার চাই। এখানে বিচার কার কাছে চাইব? এই সরকার বিচার করবে না।" সাগর-রুনি দুই জনের সঙ্গেই আমি একাধিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। শুরু থেকেই এই মামলা নিয়ে আমি বেশ কিছু প্রতিবেদন করেছি। মামলার তদন্তের গতি প্রকৃতি খেয়াল করেছি। তাতে আমার মনে হয়েছে যে এটা জটিল প্রকৃতির কোনো মামলা নয়। এই মামলায় অপরাধীদের চিহ্নিত করা জটিল কোনো কাজ নয়। আমাদের পুলিশ, র‌্যাব বা অন্য কোনো তদন্ত সংস্থার এটা তদন্ত করে অপরাধীদের চিহ্নিত করার যথেষ্ঠ যোগ্যতা এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আছে। তারা শুরুতে সঠিক পথেই তদন্ত নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দ্রুততই তারা কোনো ইশারায় বিরত হয়ে গেছেন। পুলিশেরই একটি তদন্ত সংস্থা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ভিন্নখাতে তদন্ত প্রবাহিত হয়ে যাওয়া একটি মামলার তদন্ত সঠিকভাবে করে আসামীদের আইনের আওতায় এনেছে। ৩৫ বছর পর আগামি ২০ ফেব্রুয়ারি সেই সগিরা মোর্শেদ হত্যা মামলার রায়। ১৯৮৯ সালে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত একজন আবাসন ব্যবসায়ী মারুফ রেজা ছিলেন তখনকার এরশাদ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অব.) মাহমুদুল হসানের ভাগ্নে। ফলে তখন ওই মামলার সঠিক তদন্ত করা যায়নি। মারুফ রেজাকে আসামিও করা যায়নি। কিন্তু এরশাদ জামানার অবসানের পর সময় লাগলেও পুলিশই আবার সঠিক তদন্ত করেছে। মারুফ রেজা-সহ জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করেছে।

সাগর-রুনি হত্যার এক মাসের মাথায় ডিবি আদালতে হাজির হয়ে তদন্তে ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে তদন্ত থেকে অব্যাহতি নেয়। কিন্তু র‌্যাব ১০ বছর ধরে তদন্ত করে, ১০৭ বার সময় নিয়েও ব্যর্থতা স্বীকার করছে না। তারা তদন্ত প্রতিবেদনও দিচ্ছে না; আবার ব্যর্থতা স্বীকার করে তদন্ত থেকে নিজেদের সরিয়েও নিচ্ছে না। এটা আমার কাছে খুবই রহস্যময় মনে হয়। তারা কি তাহলে তদন্তের নামে সময় কাটানোর দায়িত্ব পেয়েছেন? তাদের এই সময় কাটানোর দায়িত্ব কে দিয়েছে? তাদের এই এক যুগ সময় পার করার জন্য আদালত কোনো ভর্ৎসনা করেছে বলেও শুনিনি। আর তদন্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি। উল্টো আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এখন তাদের প্রয়োজনে ৫০ বছর সময় দিতে চাইছেন। কিন্তু আইনে নির্ধারিত সময়ে তদন্ত শেষ করার বাধ্যবাধকতা আছে।

আমার মাথায় তাই কিছু প্রশ্ন জাগছে-

ক. ১০ বছর আগে হত্যাকাণ্ডের পরদিন সকালেই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে হত্যাকারীদের আইনের আওতায় আনার কথা তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলোছিলেন কীসের ভিত্তিতে?

খ. এক সপ্তাহের মধ্যে তখনকার আইজিপি তদন্তে প্রণিধানযোগ্য অগ্রগতির যে খবর দিয়েছিলেন। তা কি সান্ত্বনামূলক ছিল?

গ. ডিবি রেওয়াজ ভেঙে আদালতে গিয়ে এক মাসের মাথায় কেন ব্যর্থতা স্বীকার করেছিল?

ঘ. র‍্যাব ১০ বছরেও কেন ব্যর্থতা স্বীকার করে না?

আমার বিবেচনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন আন্দাজে কোনো কথা বলেননি। আর তখনকার আইজিপি সান্ত্বনা দেয়ার জন্যও কেনো কথা বলেননি। ওই পর্যায়ের মানুষ তথ্য-প্রমাণ হাতে নিয়েই তখন কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে তখন কোনো কারণে সম্ভব হয়নি সাগর-রুনি হত্যার তদন্ত এগিয়ে নেয়ার। তাই তারা ডিবিকে দিয়ে ব্যর্থতা স্বীকার করিয়ে মামলার তদন্ত পাঠিয়ে দেন র‍্যাবের কাছে। তারা দম নেন। পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করেন। পুরো যখন বুঝে ফেলেন তখন উল্টো রথ শুরু হয়ে যায়। আর সেই "র‍্যাব রথে" মামলা এখন ঘুমের দেশে।

এই মামলার অনেক আলামত আছে। অনেক ক্লু আছে। পারসেপশন আছে। এই মামলা নিয়ে কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আছে। একজন প্রভাবশালীর দেশের বাইরে ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত স্বেচ্ছা স্বীকারোক্তি আছে। যেন তিনি পুরো হত্যাকাণ্ড দেখেছেন। তারপরও সহজ মামলাটি দিনে দিনে কেন জটিল করা হলো? এর নেপথ্যে কী কারণ? আর আমার মনে হয় আরো জটিল করতে করতে এক সময় মামলাটি "তদন্ত অযোগ্য" হয়ে যেতে পারে। কারণ এটা বাঘা বাঘা তদন্তকারীরই কথা যে, মামলার তদন্তে সময় যত বেশি লাগবে মামলা ততো দুর্বল হবে। আলামত নষ্ট হবে। সাক্ষী পাওয়া যাবে না। আসামিরা সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যাবে। মামলার তদন্তে দেরি করা মানে হলো, আসামিদের সুবিধা করে দেয়া। আর শেষ পর্যন্ত যদি আসামিদের বিচারের মুখোমুখিও করা হয় তখন মামলা প্রমাণ কঠিন হয়। আসামিরা খালাস পেয়ে যায়। সাগর-রুনির সন্তান মেঘের বয়স এখন ১৭ বছর ছয় মাস। বাবা-মা নিহত হওয়ার সময় তার বয়স ছিলো সাড়ে চার বছর। রুনির মা নুরুন্নাহার মির্জা মারা গেছেন ২০২২ সালে। সাগরের মা সালহা মুনির অসুস্থ। সাগরের মা আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তার কথা," এই জীবনে আমার ছেলে আর ছেলের বউ হত্যার বিচার হয়তো আর দেখে যেতে পারব না।" কিন্ত এখন প্রশ্ন সাগর-রুনির সন্তান মেঘ কি বিচার দেখে যেতে পারবে?

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:১১.০২.২০২৪ রিহাব)

ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা বেপরোয়া কেন?

ইন্টার্ন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যেই রোগীর স্বজনদের মারধর বা লাঞ্ছিত করার অভিযোগ পাওয়া যায়। কেন তাদের এই আচরণ? বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলছেন, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে বহির্বিভাগে ও জরুরি বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। এসব হাসপাতালে রোগীর চাপ এত বেশি থাকে যে, তারা মাঝে মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। যদিও এটা কোনভাবেই কাম্য নয়। কোনো চিকিৎসক রোগীর স্বজনের গায়ে হাত তুলতে পারেন না। কেউ এমনটা করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বশেষ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজন রোগীর ছেলেকে নির্দয়ভাবে পিটিয়েছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত দুই ইন্টার্ন চিকিৎসককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। শুধু রাজশাহী নয়, এর আগে বগুড়া, বরিশাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। রাজশাহীতে দুই ইন্টার্ন চিকিৎসককে সাময়িক বরখাস্ত করা হলেও এর আগের কোন ঘটনায় ইন্টার্ন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা শোনা যায়নি।

রাজশাহী শহরের বোসপাড়ার বাসিন্দা ও স্থানীয় মোবাইল যন্ত্রাংশের মিস্ত্রী সুমন পারভেজ রিপন তার মা পিয়ার বেগমকে (৬০) শ্বাসকষ্টের কারণে গত ২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। ভর্তির ৫ দিন পরও চিকিৎসকেরা বলছিলেন না তার মায়ের কী হয়েছে। প্রতিদিন কিছু কিছু করে টেস্ট দেওয়া হয়, রিপোর্ট দেখার পরও চিকিৎসকরা কিছু বলেন না। ৭ ফেব্রুয়ারি সকালে চিকিৎসকরা রাউন্ডে আসলে রিপন তাদের কাছে জানতে চান তার মায়ের কী হয়েছে? তখন তাকে কিছু বলেননি চিকিৎসকরা। এ সময় তার মা চিকিৎসকদের কাছে তার অসুখের কথা জানতে চান। বরং তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চিকিৎসকেরা নিজেদের মধ্যে পড়াশোনার বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। এতে রিপন বিরক্ত হয়ে বারবার প্রশ্ন করতে থাকেন। সুমন পারভেজ রিপন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমার প্রশ্নের কারণে তারা আমাকে অশিক্ষিত বলে ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যান। তখন মায়ের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমি মাকে নেবুলাইজার দেওয়ার উদ্যোগ নিই। এর মধ্যে একজন ইন্টার্ন চিকিৎসক এসে আমাকে বলেন, আপনি তো মায়ের কী হয়েছে জানতে চান? আমাদের রুমে আসেন। আমি রুমে ঢুকতেই দেখি ১৫-২০ জন অপেক্ষা করছে। এর মধ্যে একজন আনসারও আছে। একজন রুমের ছিটকানি বন্ধ করে দেয়। এরপর তারা আমাকে নির্দয়ভাবে পেটাতে থাকে। আধা ঘণ্টা ধরে তারা আমাকে পেটায়। এ সময় একজন আমাকে বলেন, বাইরে যদি এই ঘটনা বলি তাহলে তারা ইঞ্জেকশন দিয়ে আমার মাকে মেরে ফেলবে। বাইরে বের হয়ে যেন আমি সোজা হয়ে হাঁটি। পেটানোর এক পর্যায়ে আমি পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ভিডিও চালু করে দেই। প্রথম দুই মিনিট ভিডিও দেখা গেলেও পরে আর দেখা

যায়নি কারণে মোবাইল তখন ভিডিও চালু করা অবস্থায় পকেটে মধ্যে রেখে দেই।" শুক্রবার বিকেলে ডয়চে ভেলের সঙ্গে আলাপকালে মি. রিপন বলেন, "আমি এখন একটা ফেসবুক পোস্ট লিখছি, কিছুক্ষণের মধ্যে পোস্ট করব। আমি বা আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য ওই চিকিৎসকরা দায়ী থাকবেন। ওই ঘটনার পর আমার মাকে হাসপাতাল থেকে বাসায় এনে ফেলে রেখেছি। অথচ এখনও তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমি নিজেও চিকিৎসা নিতে কয়েকটি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। কেউ চিকিৎসা করাতে রাজি হয়নি। পরে মুখ লুকিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। পরে চলে এসেছি। প্রচণ্ড অসুস্থ বোধ করছি। হাসপাতালের পরিচালকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছি। এখনও কোন বিচার পাইনি।"

রিপনের সেই ৭ মিনিট ১০ সেকেন্ডের ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওটির প্রথম ২ মিনিট ১৫ সেকেন্ড দেখা গেলেও পরের অংশটুকু অন্ধকার। তবে মারধরের শব্দ, আকুতি, অশ্লীল কথাবার্তা এসব বোঝা যাচ্ছিল। রিপনকে বলতে শোনা যাচ্ছিল, "আর মাইরেন না ভাই। ম্যালা মাইর‍্যাছেন ভাই। আমাকে একটু পানি খেতে দেন। আমি মরে যাব। আমি ভুল করেছি। ক্ষমাই চাইছি। আর মাইরেন না। আমাকে মারার কথা আম্মাকে বইলেন না। আম্মা অসুস্থ হয়ে পড়বে।" এ সময় চিকিৎসকদের একজনকে রিপনকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করতে শোনা যায়। এক পর্যায়ে একজন চিকিৎসক বলেন, "বল মাফ চাইছস।" তখন রিপন বলেন, "হ, মাফ চাইছি।" এরপরও রিপনকে মারধরের শব্দ শোনা যায়। একজন তার মাথা ন্যাড়া করে দিতে চান। এ ছাড়া 'চিকিৎসকদের মারতে চাওয়ায়' রিপনের হাত কেটে নিতে চান আরেকজন। এই ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ এম শামীম আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এ বিষয়ে রিপন আমার কাছে অভিযোগ করেছে। আমি একটি বিভাগের সভাপতিকে প্রধান করে একটি কমিটি করেছি। রিপোর্ট পেলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমি ফরহাদ হাসান ও আলমগীর হোসেন নামে দুইজন ইন্টার্ন চিকিৎসককে সময়িক বরখাস্ত করেছি।"

চিকিৎসকরা কেন রোগীর স্বজনের গায়ে হাত তুলবে? জানতে চাইলে মি. আহমেদ বলেন, "এটা তো কোনোভাবেই কাম্য নয়। আসলে ১২শ' শয্যার হাসপাতালে রোগী থাকে সাড়ে ৩ হাজার। বর্হিবিভাগে প্রতিদিন ৬ হাজারের বেশি রোগী আসে। সবকিছু মিলিয়ে প্রতিদিন ৩০ হাজার মানুষকে আমাদের হ্যান্ডেল করতে হয়। এসব কারণে অনেক সময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। তবে কারো গায়ে হাত দেওয়া কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।" অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে ফরহাদ হাসান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "কেন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, সেটা তো আমরা বলতেই পারি। কিন্তু পরিচালক মহোদয় আমাদের কোন কথা বলতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু তদন্ত চলছে, ফলে আমরা কিছু বলতে পারি না। তদন্ত অনুযায়ি যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেটা আমরা মেনে নেব।" গত ৫ বছরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের অন্তত ১০ জন রোগীর স্বজন লাঞ্ছিত হয়েছেন। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীর লাশ ওয়ার্ডে রেখে ওই মুক্তিযোদ্ধা ও তার ছেলেকে পিটিয়েছিলেন ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। জানতে চাইলে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) রাজশাহী জেলার সভাপতি ডা. চিন্ময় কান্তি দাস ডয়চে ভেলেকে বলেন, "একদিনে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আমাদের সংকটের মূলে যেতে হবে। হাসপাতালে ঢুকলেই দেখবেন শত শত অ্যাম্বুলেন্স। দালালদের চক্করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেখানে কাজ করা কঠিন। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এসব ঘটনা দেখতে হবে। পাশাপাশি কোনো ঘটনা ঘটলে সেটার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে সেটা যেই হোক। আমরা চাই সুষ্ঠু একটা চিকিৎসার পরিবেশ যেন গড়ে ওঠে।"

গত ১৪ ডিসেম্বর দুপুরে বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন গৌরনদীর রিজিয়া বেগম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন ব্যক্তিগত কাজের অজুহাত দেখিয়ে চিকিৎসা দিতে অসম্মতি জানায় দায়িত্বরত চিকিৎসক। পরে বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু হলে রোগীর এক স্বজন চিকিৎসকের রুমে কথা বলতে যান। এসময় আনসার সদস্যদের সহযোগিতায় দায়িত্বরত চিকিৎসকরা তার উপর হামলা চালায়। এ সময় সেখানে উপস্থিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী তামিম ইকবাল রাজু ও তার বন্ধু মুজাহিদ প্রতিবাদ করেন। চিকিৎসকরা তাদেরও মারধর করে মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। মৃত রোগীর স্বজন মো. নাসির বলেন, "আমার দাদী রিজিয়া বেগম অসুস্থ হয়ে পড়ে। দাদীকে একটু দেখার জন্য চিকিৎসককে বারবার অনুরোধ করি, কিন্তু তারা আসেনি। যার আধা ঘণ্টা পরে আমার দাদি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর আমার চাচা ও আমি চিকিৎসকদের বলি, আপনারা কি মানুষ? আপনার মা বাবা অন্য কারও এমন হলে আপনি কী করতেন। এমন কথা বলায় তারা কয়েকজন মিলে আমাদের এলোপাথাড়ি কিল, ঘুসি মারতে শুরু করে। এমনকি আমার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙে ফেলে। এমনকি আমার দাদীর মরদেহটিও আটকে রাখে।" চিকিৎসকদের এই ধরনের ব্যবহারের বিষয়ে জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "রোগীদের সঙ্গে চিকিৎসকদের এই ধরনের আচরণ কোনভাবেই কাম্য নয়। সবাইকে সহনশীল হতে হবে। আসলে আমাদের সমাজে এক ধরনের অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। এর প্রভাবের বাইরে নন চিকিৎসকরা। চিকিৎসকদের বুঝতে হবে এটা মহান পেশা। অন্য পেশাগুলোর সঙ্গে মেলালে হবে। রাজনৈতিক কারণে কেউ ক্ষমতাবান হয়ে অন্য কারও সঙ্গে খারপ ব্যবহার করতে পারেন না।"

বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালেও ২০১৯ সালে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের মারধরে আহত হয়েছিলেন হৃদরোগী মাজেদা বেগম (৫০), তার ভাই ও তিন ছেলেমেয়ে। কার্ডিওলজি বিভাগ থেকে মাজেদা বেগমকে অবজারভেশন ওয়ার্ডে স্থানান্তর নিয়ে বাকবিতণ্ডার জের ধরে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারটির সঙ্গে এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। পরে রোগী ও তার লোকজনদের ছাড়পত্র দিয়ে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। ঢাকা মেডিকেলেও গত বছর একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। রোগীর স্বজনের সঙ্গে তর্কাতর্কির জেরে কর্মবিরতিতে যান ইন্টার্ন চিকিৎসকরা। জানতে চাইলে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) সভাপতি ডা. মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এক চোখে দেখলে হবে না। চিকিৎসকরাও তো লাঞ্ছিত হচ্ছেন। এগুলোও দেখতে হবে। তবে আমি কারও পক্ষে সাফাই গাচ্ছি না। যে ঘটনায় যিনি অভিযুক্ত হবেন, তার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা খুব শিগগিরই মন্ত্রীর সঙ্গে এসব নিয়ে বসব। আশা করি সমাধানের একটা পথ বের হবে।” (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:১১.০২.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো এবারের বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব

আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো বিশ্ব ইজতেমার ৫৭ তম আসর। রোববার অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বে অংশ নেন তাবলীগ জামায়াতের মাওলানা সাদ পন্থীর অনুসারীরা। দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা সাদ কান্দোলভির বড় ছেলে মাওলানা ইউসুফ বিন সাদ। মোনাজাতে বাংলাদেশ-সহ সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। এছাড়া সব ধরনের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। এ সময় আমিন আল্লাহুম্মা আমীন ধ্বনিতে টঙ্গীর তুরাগ তীর মুখরিত হয়ে ওঠে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় লাখ লাখ মুসল্লী আকুতি জানান। মোনাজাতকে ঘিরে ইজতেমা ময়দান ও আশপাশের এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে ছিল কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ১১.০২.২০২৪ আসাদ)

সারা দেশের অনিবন্ধিত হাসপাতালের তালিকা হাইকোর্টে দাখিল করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

রাজধানীর বাড্ডার ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় শিশু আয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় ২ আসামির জামিন বহাল রেখেছেন বিচারিক আদালত। নামঞ্জুর হয়েছে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশনা চেয়ে আয়ানের বাবার করা আবেদন। এছাড়া সারা দেশের অনিবন্ধিত হাসপাতালের তালিকা হাইকোর্টের দাখিল করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। হাইকোর্টে আয়ানের মৃত্যু নিয়ে পরবর্তী শুনানের দিন ঠিক হয়েছে ১৮ই ফেব্রুয়ারি। আর বিচারিক আদালতে পরবর্তী শুনানের দিন ধার্য করা হয়েছে ১৪ই মার্চ। গত ৩১ ডিসেম্বর রাজধানীর সাঁতারকুলে ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শিশু আয়ানকে। অনুমতি ছাড়াই ফুল এনেস্থিসিয়া দিয়ে সুন্নতে খাতনা করেন চিকিৎসক। এরপর আর জ্ঞান ফিরেনি শিশু আয়নের। টানা ৭ দিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পর গত সাতই জানুয়ারি মধ্যরাতে আয়ানকে মৃত্যু ঘোষণা করেন চিকিৎসক। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১১.০০২.২০২৪ আসাদ)

কারাগারে বিএনপির ১৩ নেতাকর্মীর মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে

দেশের বিভিন্ন কারাগারে সম্প্রতি ১৩ বিএনপি নেতাকর্মীর মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত ও তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে। রোববার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো. আতাবুল্লাহর হাইকোর্ট বেঞ্চে বিএনপির আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল এ রিট করেন। স্বরাষ্ট্র সচিব, আইজি প্রিজন্সসহ সংশ্লিষ্টদের রিটে বিবাদী করা হয়েছে। রিটের বিষয়টি নিশ্চিত করে কায়সার কামাল বলেন, বিগত কয়েক মাসে ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, সাতক্ষীরাসহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে বিএনপির ১৩ নেতাকর্মী মারা গেছেন। এসব মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে দেশে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। গণমাধ্যমের এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংযুক্ত করে রিট দায়ের করেছি। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১১.০২,২০২৪ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ৩ পণ্যের জিআই সনদ হস্তান্তর

প্রধানমন্ত্রীর কাছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পেটেন্ট, শিল্প নকসা ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর টাঙ্গাইলের শাড়ি. নরসিংদীর অমৃত সাগরকলা ও গোপালগঞ্জের রসগোল্লার জিআই সার্টিফিকেট হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদের সভার শুরুতে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া এই তিন পণ্যের সনদ তুলে দেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন ও সচিব জাকিয়া সুলতানা। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১১.০২,২০২৪আসাদ)

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে সিএনজি চালিত অটোরিকশা ও কাভার্ড ভ্যানের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে পণ্যবাহী কাভার্ডভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মহানন্দ এলাকার গৌরিপুর-কচুয়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও ২ জন। অবস্থার অবনতি হলে দুজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়। দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক বলেন, দাউদকান্দির গৌরিপুর-কচুয়া সড়কের মহানন্দ এলাকায় কচুয়াগামী কাভার্ড ভ্যান এবং গৌরীপুরগামী সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পাঁচজন

নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ২ জন। মরদেহগুলো দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১১.০২,২০২৪ আসাদ)

সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনির হত্যাকাণ্ডের এক যুগ পূর্ণ হল আজ

সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যাকাণ্ডের একযুগ পূর্ণ হচ্ছে আজ ১১ই ফেব্রুয়ারি। এত বছরে বহুল আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডের কারণ জানাতে পারেনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আদালতে জমা পড়েনি তদন্ত প্রতিবেদন। ১০৫ বার পিছিয়েছে প্রতিবেদন দাখিলের সময়। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনি। এই ঘটনার পরদিন রুনির ভাই নওশের আলী রোমান বাদী হয়ে শেরেবাংলা থানায় হত্যা মামলা করেন। খুনের ঘটনার পর তৎকালীন ও প্রয়াত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন বলেছিলেন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খুনিদের গ্রেপ্তার করা হবে। তবে সেই ৪৮ ঘণ্টা তদন্ত শেষ হয়নি একযুগেও। সর্বশেষ গত পহেলা ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছিলেন তদন্তে যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধীকে না ধরা হবে ততদিন পর্যন্ত তদন্ত চলবে।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১১.০২,২০২৪ আসাদ)

মিয়ানমারের সংঘর্ষের কারণে এখনো অজানা আতঙ্কে ভুগছে বান্দরবানের সীমান্তের বাসিন্দারা

মিয়ানমারে দুই বাহিনীর মধ্যে চলমান সংঘর্ষের কারণে এখনো অজানা আতঙ্কে ভুগছে বান্দরবানের সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা। রোববার সকালেও থেমে থেমে গুলির শব্দে পাওয়া গেছে উলুবুনিয়া উঞ্চিপ্রাং ও হোয়াইক্যাং-সহ কয়েকটি এলাকায়। এর আগে গতকাল শনিবার ভোরে একটানা তিন ঘণ্টা গোলাগুলি চলে সীমান্তের ওপারে। সেখান থেকে বেশ কিছু বুলেট এসে পড়ে বাংলাদেশের বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির তমব্রু এলাকায়। বসতবাড়ি ও দোকানপাটে সেসব বুলেট পড়ায় আতঙ্ক বাড়ছে সীমান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১১.০২,২০২৪ আসাদ)

দেশের আকাশে আজ ১৪৪৫ হিজরী সনের পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখা গেছে

দেশের আকাশে আজ রোববার ১৪৪৫ হিজরী সনের পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ফলে আগামীকাল সোমবার থেকে পবিত্র শাবান মাস গণনা করা হবে। এর পরিপেক্ষিতে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি রোববার দিবাগত রাতে পবিত্র শবে বরাত পালিত হবে। সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবদুল্লাহ আউয়াল হাওলাদার। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১১.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

রোজার আগেই প্রতিবেশী দেশ ভারত পেঁয়াজ ও চিনি রপ্তানির অনুমতি দেবে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

প্রতিবেশী দেশ ভারত রোজার আগেই পেঁয়াজ ও চিনি রপ্তানির অনুমতি দেবে বলে কথা হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। রোববার জাতীয় সংসদে প্রশ্ন উত্তর পর্বে তিনি এ কথা জানান। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন ভারত রোজার আগেই পেঁয়াজ ও চিনি রপ্তানির অনুমতি দেবে বলে কথা দিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফরেও এই বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছে দেশটি। ভারত অন্য দেশ থেকে পেঁয়াজ ও চিনি সরবরাহ যথাযথ রাখতে ব্যবস্থা নেবে বলে জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১১.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

জিআই পণ্য নিয়ে সবাইকে তৎপর হবার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য নিয়ে সবাইকে তৎপর হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে এই নির্দেশনা দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। সভা শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন এই তথ্য জানান। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১১.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

আন্দোলনে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করে সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামতে বাধ্য করা হবে: সেলিমা রহমান

আন্দোলনে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করে সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামতে বাধ্য করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান। রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় তিনি একথা বলেন। সেলিমা রহমান বলেন বিএনপি ফিনিক্স পাখির মত। যতই নির্যাতন করা হবে ততই জেগে উঠবে। সরকার বিএনপিকে ভয় পায় বলে এখনো নেতাকর্মীদের মুক্তি দিচ্ছে না। এছাড়া জনগণের ভোটে নয় পার্শ্ববর্তী দেশের সহায়তায় সরকার ক্ষমতায় আসছে বলেও মন্তব্য করেন সেলিমা রহমান। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১১.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

এক দফা আন্দোলনের অংশ হিসেবে সপ্তাহব্যাপী নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি

চলমান এক দফা আন্দোলনের অংশ হিসেবে সপ্তাহব্যাপী নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। রোববার বিকেলে রাজধানীর নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আগামী ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ও বুধবার ঢাকা-সহ দেশের সব মহানগরে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বাদ জুম্মা ভারত ও মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শহিদ বাংলাদেশিদের স্মরণে দেশের সব মসজিদে দোয়া ও মাগফিরাত কামনা। এছাড়া

১৭ই ফেব্রুয়ারি শনিবার দেশের সব জেলা শহরে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ। ১৮ও ১৯ই ফেব্রুয়ারি রবিবার ও সোমবার দেশের সব উপজেলা, থানা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১১.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে

এমবিবিএস ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষায় পাশ করেছেন ৪৯ হাজার ৯২৩ জন। রোববার রাজধানীর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন এই ফলাফল ঘোষণা করেন। গত শুক্রবার দেশের ১৯টি কেন্দ্রে ৪৪টি প্রতিষ্ঠানে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য ১ লাখ ৪ হাজার ৩৭৪ শিক্ষার্থী আবেদন করেন। ৯৮ শতাংশ শিক্ষার্থী উপস্থিত থেকে এবারের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১১.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বালুখালী তেলিপাড়া খালে মাথায় হেলমেট পরা লাশ ভেসে এসেছে

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বালুখালী তেলিপাড়া খালে মাথায় হেলমেট ও হাতে গ্লাভস পরা একটি লাশ ভেসে এসেছে। রোববার দুপুর দেড়টায় লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয় লোকজনের ধারণা লাশটি মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী কিংবা বিদ্রোহী কোনো গোষ্ঠীর সদস্যের হতে পারে। উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শামীম হোসেন গণমাধ্যমকে জানান নাফ নদীর সঙ্গে সংযোগ থাকা তেলিপাড়া খালে জোয়ারের পানিতে লাশ ভেসে আসতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। তারা পুলিশের জরুরি সেবা নম্বরে খবর দেন। সেখান থেকে খবর পেয়ে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১১.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আইএমও মহাসচিবের শুভেচ্ছা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন, আইএমও। শেখ হাসিনাকে পাঠানো এক শুভেচ্ছাপত্রে আইএমও মহাসচিব আর্সেনিও ডমিঙ্গুয়েজ বলেন, 'এই দায়িত্ব পালনের প্রতিটি সাফল্যের জন্য আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।' তিনি বলেন, 'শিপিং নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বরত জাতিসংঘের সংস্থা হিসেবে আইএমও একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত ও পরিবেশগতভাবে নিরাপদ শিপিং সেক্টরের পরিচালনায় সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে সহায়তায় কাজ করছে। মহাসাগরগুলোকে রক্ষা করতে এবং বিশ্বব্যাপী নির্ভরযোগ্য ও দক্ষতার সঙ্গে একটি টেকসই সরবরাহ শৃঙ্খল পরিচালনায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তায় ব্যাপকভাবে নিয়োজিত রয়েছে আইএমও।' বাংলাদেশ সবসময়ই আইএমওর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে উল্লেখ করে আর্সেনিও ডমিঙ্গুয়েজ বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে আপনার বিচক্ষণ নেতৃত্ব আমাদের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।' আইএমও মহাসচিব বাংলাদেশের সক্রিয় পদক্ষেপ, বিশেষ করে জাহাজের নিরাপত্তা ও পরিবেশবান্ধব রিসাইক্লিংয়ের জন্য হংকং আন্তর্জাতিক কনভেনশনে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র হতে এর সাম্প্রতিক উদ্যোগ ও সামুদ্রিক সুরক্ষার কথা উল্লেখ করেন। তিনি পরিবেশগত তত্ত্বাবধানের প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, 'এই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ কেবল কনভেনশন কার্যকর করার ক্ষেত্রেই সহজ করেনি বরং আমাদের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা কার্যক্রমের প্রভাবশালী ফলাফলের ওপরও জোর দিয়েছে। বাংলাদেশের পদক্ষেপ অন্য দেশের জন্য আরো টেকসই সামুদ্রিক ভবিষ্যত তৈরির লক্ষ্যে বৈশ্বিক প্রচেষ্টায় যোগ দিতে উৎসাহিত করতে একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে।' আইএমওর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের অব্যাহত সম্পৃক্ততা ও নেতৃত্বের অপেক্ষায় রয়েছি বলেও উল্লেখ করেন সংস্থাটির মহাসচিব। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ প্রতীক)

ফাঁকা ওয়ার্ডের দায়িত্ব পাবেন মহিলা কাউন্সিলর

কোনো ওয়ার্ড কাউন্সিলরের পদ ফাঁকা হলে পাশের অন্য ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে নয়, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলরকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। এমন বিধান রেখে 'স্থানীয় সরকার আইন-২০২৪' এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। আজ রোববার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের এ অনুমোদনের কথা জানান। তিনি বলেন, 'গত বছরের শেষের দিকে এসে অক্টোবরে এই আইনটি উপস্থাপন হয়েছিল এবং তখন এটিকে নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। সেটি উপস্থাপন করা হলে তখন সংসদে নেওয়ার প্রসঙ্গ ছিল কিন্তু তখন তারা বাকি প্রসেস করে সংসদে নিতে পারেননি। এজন্য এই সংসদে উপস্থাপন করার জন্য ওনারা আবার মন্ত্রিসভায় উঠিয়েছিলেন। মন্ত্রিসভা সেটি সামান্য একটু সংশোধন করে অনুমোদন দিয়েছেন।' মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'আগে যেটা ছিল কোনো কাউন্সিলর যদি অনুপস্থিত থাকতেন বা যদি উনি বিদেশে যান বা শূন্য হতো কোনো কারণে, পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ওটার দায়িত্ব পেতেন। কিন্তু এখন যেটা করা হয়েছে যদি শূন্য হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন ওখানকার যে সংরক্ষিত আসনের যিনি কাউন্সিলর আছেন তাকে ওই দায়িত্বটি দিতে হবে, সেই বিধানটি আসছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা এখন ওয়াসা থেকে সিটি কর্পোরেশনে চলে আসছে। পুরো কাজটি আনার জন্য যে পরিবর্তন দরকার সেটা এখানে আনা হয়েছে।' আরো কয়েকটি বিষয় নতুন আইনে যুক্ত করা হচ্ছে

জানিয়ে মাহবুব হোসেন বলেন, 'আগের আইনে ছিল যে, একটি সিটি কর্পোরেশন গঠিত হলে বা বিদ্যমান সিটি কর্পোরেশনের কি এরিয়া হবে সেটি একটি তফসিলভুক্ত ছিল। এবার বলা হচ্ছে, তফসিলভুক্ত না করে সরকার গেজেট দ্বারা নির্ধারণ করতে পারবে। সে বিধানটি এখানে রাখা হয়েছে। আগে ছিল একজন মেয়র কিংবা কাউন্সিলররা বছরে তিন মাস পর্যন্ত ছুটি ভোগ করতে পারতেন অনুমতি নিয়ে, এখন সেটি করা হয়েছে এক মাস।' মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'আগের আইন অনুযায়ী, একটা কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। এখন সেখানে পরিবর্তন আসছে, সেটা ৯০ দিনের মধ্যে করতে হবে।' তিনি বলেন, 'এখন যে রকম আছে আইনে, প্রথম যেদিন কর্পোরেশনের সভা হয় সেখান থেকে পাঁচ বছর এটা বলবৎ থাকবে। এরপর নতুন নির্বাচিত মেয়ররা শপথ নেওয়ার পরে তারা ১৫ দিনের মধ্যে কর্পোরেশনের সভা আহ্বান করবে এবং যেদিন কর্পোরেশনের সভা সেদিনই আগেরটা বিলুপ্ত হবে এবং এটা কার্যকর হবে।' মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'প্রত্যেকটা সিটি কর্পোরেশনে এখনকার আইনে প্রায় ১৪টি কমিটি গঠন করার কথা বলা আছে, বিভিন্ন টাইপের কমিটি আছে। এখানে আরো সাতটি কমিটি যোগ করা হয়েছে, যোগ করে সে সুযোগটা রাখা হয়েছে।' প্রস্তাবিত আইনে সিটি কর্পোরেশনের সচিব পদকে নির্বাহী কর্মকর্তা নামকরণ করা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ প্রতীক)

পণ্যের জিআই নিয়ে তৎপর হওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্যের স্বীকৃতির সনদ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোববার, ১১ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান। আলোচ্যসূচির বাইরে প্রধানমন্ত্রী কোনো নির্দেশনা দিয়েছেন কি না, জানতে চাইলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'একটি নির্দেশনা উনি দিয়েছেন যে, জিআই পণ্যগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে তিনি সংশ্লিষ্টদের তৎপর হওয়ার জন্য বলেছেন। সবাইকে তিনি তৎপর হয়ে আমাদের যে পণ্যগুলো আছে সেগুলো যাতে উদ্যোগ নিয়ে করে ফেলা হয়।' তিনি বলেন, 'তিনটি পণ্যের জার্নাল প্রকাশ করা হয়েছে। সেগুলোর কপি প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে। টাঙ্গাইলের শাড়ি, গোপালগঞ্জের রসগোল্লা ও নরসিংদীর অমৃত সাগর কলার জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতির সনদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।' ভারত সরকারের টাঙ্গাইল শাড়িকে জিআই নির্দেশক পণ্য হিসেবে সনদ দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে মাহবুব হোসেন বলেন, 'এ রকম কনফ্লিকটেড কিছু যদি থাকে সেজন্য একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে। এরকম কিছু থাকলে আমরা সেখানে যেন সেগুলো উপস্থাপন করি, সেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ প্রতীক)

অচিরেই স্মার্ট পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হবে : স্পিকার

অচিরেই স্মার্ট পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হবে উল্লেখ করে জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, 'জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। জাতীয় সংসদের কাজ আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।' আজ রোববার জাতীয় সংসদের উত্তর প্লাজায় নবনির্মিত কনফারেন্স রুমে সংসদ সচিবালয়ের বিভিন্ন উইং সমূহের মধ্যে বিশেষ সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করে তিনি এসব কথা বলেন। এ সমন্বয় সভায় জাতীয় সংসদের সিনিয়র সচিব কে এম আব্দুস সালাম স্বাগত বক্তব্য দেন। এছাড়া বক্তব্য দেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্ট উইংয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নূরুজ্জামান, মানব সম্পদ উইংয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহবুবা পান্না, বি এ্যান্ড আইটি অনুবিভাগের মহাপরিচালক, যুগ্মসচিব এস এম মঞ্জুর, লেজিসলেটিভ সাপোর্ট উইংয়ের যুগ্মসচিব বেগম ছুমিয়া খানমসহ অনেকে। এসময় স্পিকার শিরীন শারমিন বলেন, 'প্রত্যেক বছরের শুরুতে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সব উইংয়ের অংশগ্রহণে এ ধরনের সমন্বয় সভার গুরুত্ব অনেক।' তিনি বলেন, এ ধরনের সমন্বয় সভায় আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা করা সম্ভব।' স্পিকার বলেন, 'বিভিন্ন উইংয়ের সমস্যাগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী সমাধান করতে হবে।' তিনি এসময় জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সাইবার সিকিউরিটি বৃদ্ধি, মানব সম্পদ শাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংসদ লাইব্রেরিকে ডিজিটালাইজড করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এসময় তিনি সংসদ সচিবালয়ের প্রশাসনিক, লেজিসলেটিভ ও প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের বিভিন্ন উইংয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ প্রতীক)

এক দশকে দেশে বজ্রপাতে মৃত্যু বেড়েছে : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

গত এক দশকে দেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ মহিবুর রহমান। আজ রোববার জাতীয় সংসদে কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের এমপি মোঃ মুজিবুল হকের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে তিনি এ কথা জানান। এসময় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা কমানোর প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা কমানোর নিমিত্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়গুলো প্রচারের জন্য পোস্টার-ব্যানার প্রস্তুত করে জেলা, উপজেলা সদর, স্কুল, কলেজ, হাট-বাজার ও জনসমাগম

হয় এমন স্থানে লাগানো এবং মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইমাম-পুরোহিতদের মাধ্যমে প্রচার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় গত ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের অধিক বজ্রপাত প্রবণ ১৫টি জেলায় ৩৩৫টি বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের অধিক বজ্রপাতপ্রবণ ১৫ জেলায় বজ্রপাতের ফলে সৃষ্ট প্রাণহানি রোধে বজ্র নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬ হাজার ৭৯৩টি বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে বজ্রপাত থেকে সুরক্ষার জন্য ৬ হাজার ৭৯৩টি বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন করা হবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ প্রতীক)

ছয় মাসে ৬ কোটি ৭৬ লাখ ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

৬ মাসে ৬ কোটি ৭৬ লাখ ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। ২০২৩ সালের ১ জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ সময়ে ৫ হাজার ৩৭৪টি বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধীন বিভিন্ন অপরাধে ১১ হাজার ৬৮৫টি প্রতিষ্ঠানকে এ জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে বলে জানান তিনি। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ এবং ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর সারাদেশে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করছে।' রোববার, ১১ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে উম্মে কুলসুম স্মৃতির এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এসময় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। এসময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'চালের দাম স্থিতিশীল ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য অধিদফতরের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয় চালের মিল ও পাইকারি বাজার মনিটরিং করছে। আলু, পেঁয়াজ ও ডিম সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি নিশ্চিত করার জন্য দেশব্যাপী কোল্ড স্টোরেজ, পাইকারি ও খুচরা বাজারে তদারকির কাজ পরিচালনা করছে। পোল্ট্রি মুরগি ও ডিমের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অধিদফতর দেশব্যাপী পাইকারি ও খুচরা বাজারে মনিটরিং করছে। এছাড়া নিত্যপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে গভীর রাতে অভিযান পরিচালনাসহ নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করা হচ্ছে।' তিনি জানান, 'মাংসের দাম কমানোর জন্য ভোক্তাদের ক্রয়সীমার মধ্যে আনতে বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মারস্ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যসহ অংশীজনদের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় বাজার মনিটরিং পরিচালনা করার পাশাপাশি সাংবাদিকদের ইতিবাচক রিপোর্টের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার জন্য ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাংবাদিদের সঙ্গে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ভোজ্য তেল, চিনি, এলপি গ্যাস, গরম মসলা-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে অধিদফতরের দেশব্যাপী নিয়মিত বাজার মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ প্রতীক)

ঢাকায় প্রয়োজন ২৫ শতাংশ রাস্তা, আছে ৯ শতাংশ : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রাজধানী ঢাকায় ২৫ শতাংশ রাস্তার প্রয়োজন হলেও সেখানে ৯ শতাংশ রাস্তা আছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। রোববার, ১১ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে শফিকুল ইসলাম শিমুলের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এসময় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। শফিকুল ইসলাম শিমুলের প্রশ্ন ছিল, 'বাইরের দেশগুলোতে এত চমৎকারভাবে গাড়ি চলাচল করে, যেখানে কোনো ট্রাফিক পুলিশ থাকে না। রাস্তায় সুন্দরভাবে গাড়ি চলাচল করে। আমরা যখন ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় যাই সেখানে দেখি সুন্দরভাবে গাড়ি চলাচল করে। এমন পরিবেশ গোটা বাংলাদেশে সিগন্যাল বাতির মাধ্যমে আমরা আইন করে হলেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করব কি না?' জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ঢাকায় ২ কোটি মানুষের বাস। একটা শহরে যানবাহন উপযোগী রাখার জন্য ও ট্রাফিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখার জন্য অন্ততপক্ষে ২৫ শতাংশ রাস্তার প্রয়োজন হয়। সেখানে আমাদের আছে ৯ শতাংশ। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যুক্ত হলে সেটি সাড়ে ৯ শতাংশ হতে পারে। আমাদের রাস্তার সংকট রয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমরা ট্রায়ালভাবে একবার দিয়েছিলাম। তাতে আমরা মহাজটের একটা দৃশ্য দেখেছি। সেজন্য আমরা সরে গিয়ে আরেকটি পরিকল্পনা নিয়েছি। দুই সিটির মেয়র আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা কীভাবে আরো লাইটিং সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি সেটি আমরা শুরু করেছি। আমরা খুব শিগগীরি হয়তো পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু জায়গায় শুরু করব। পরবর্তীতে হয়তো সারা ঢাকাকেই সেই ব্যবস্থায় আমরা নিয়ে আসব।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ প্রতীক)

রমজানের পণ্যে মজুদদারি বা কারসাজি করলে যথাযথ ব্যবস্থা : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

আসন্ন রমজান সামনে রেখে কোনো ধরনের মজুদদারি বা কারসাজি করার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। রোববার, ১১ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমনের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এসময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রথম কেবিনেট থেকেই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আন্তঃমন্ত্রণালয় একটি সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছে। এ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের বিষয়ে গতকালও প্রধানমন্ত্রী আমাদের

বিভিন্ন পর্যায়, বিশেষ করে পরিবহন পর্যায়ে যেন কোনো প্রতিবন্ধকতা না হয়, বাজার ব্যবস্থাপনায় না হয়, সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। নির্দেশনাগুলো যেন বাস্তবায়ন হয় সেজন্য আমরা সমন্বিতভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছি।' আহসানুল ইসলাম বলেন, 'আমরা আশা করছি আগামী রমজানে নিরবচ্ছিন্নভাবে খাদ্যের সরবরাহ ভোক্তা পর্যায়ে নিশ্চিত করতে পারব। কোনো ধরনের মজুদদারি বা কোনো রকম কারসাজি করার চেষ্টা করা হলে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেব আমরা।' অপর এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আগামী রমজান সামনে রেখে পেঁয়াজ এবং চিনির ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এ দুটি পণ্যের বিষয়ে রফতানি নিষিদ্ধ ছিল, বাংলাদেশকে প্রতিবেশী বন্ধুসুলভ দেশ হিসেবে কনসিডার করে তারা আমাদের এ রমজানের আগেই পেঁয়াজ এবং চিনি রফতানির জন্য অনুমোদন দেবেন বলে আশা করছি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল ভারত থেকে এসেছেন। সেখান থেকে তিনি আশ্বস্ত হয়ে এসেছেন যে, প্রক্রিয়া চলছে। আমরা আশা করি রমজান শুরুর আগেই ভারত থেকে এবং বিকল্প অন্য মাধ্যম থেকেও পেঁয়াজ এনে সরবরাহ নিশ্চিত করার চেষ্টা করব।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ প্রতীক)

শবে বরাত ২৫ ফেব্রুয়ারি

রোববার সন্ধ্যায় দেশের আকাশে শাবান মাসের চাঁদ দেখা গেছে। সোমবার, ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শাবান মাস গণনা শুরু হবে। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি, রোববার দিনগত রাতে পবিত্র শবে বরাত পালিত হবে। রোববার, ১১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আব্দুল আউয়াল হাওলাদার।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ প্রতীক)

ফেব্রুয়ারির প্রথম ৯ দিনে রেমিট্যান্স এলো ৬৩ কোটি ১৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার

নতুন বছরের প্রথম মাস জানুয়ারির মতো ফেব্রুয়ারিতেও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতি বেশ ভালো রয়েছে। চলতি মাস ফেব্রুয়ারির প্রথম ৯ দিনে ৬৩ কোটি ১৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার এসেছে। প্রতিদিন আসছে ৭ কোটি ডলারের বেশি। এভাবে রেমিট্যান্স আসার গতি থাকলে চলতি মাসেও দুই বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে রেমিট্যান্স। বাংলাদেশ ব্যাংকের সবশেষ তথ্য বলছে, চলতি মাস ফেব্রুয়ারির প্রথম ৯ দিনে ৬৩ কোটি ১৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার এসেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার ৯৪৮ কোটি টাকা। দিনে আসছে ৭ কোটি ডলার বা ৭৭০ কোটি টাকা। আলোচিত সময়ে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৯ কোটি ৯০ লাখ ৯০ হাজার ডলার, বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ২ কোটি ৯৬ লাখ ৪০ হাজার ডলার। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৫৩ কোটি ১৬ লাখ ৫০ হাজার ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১৩ লাখ ৯০ হাজার ডলার। তবে আলোচিত সময়ে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি এমন ব্যাংকের সংখ্যা ১৩টি। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় মালিকানার বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা বিডিবিএল, বিশেষায়িত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বা রাকাব, বেসরকারি কমিউনিটি ব্যাংক, সিটিজেন্স ব্যাংক, আইসিবি ব্যাংক, মেঘনা ব্যাংক, পদ্মা ব্যাংক, সীমান্ত ব্যাংক এবং বিদেশি খাতের ব্যাংক আল-ফালাহ, হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এবং উরি ব্যাংক। সদ্য বিদায়ী মাস জানুয়ারির পুরো সময়ে ২১০ কোটি ডলার বা ২৩ হাজার ১০০ কোটি টাকার বেশি রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে। বিদায়ী বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরের পুরো সময়ে আসে ১৯৮ কোটি ৯৮ লাখ ৭০ হাজার ডলার যা ২১ হাজার ৮০০ কোটি টাকার বেশি।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ প্রতীক)

নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করলো বিএনপি

চলমান এক দফা আন্দোলনের অংশ হিসেবে সপ্তাহব্যাপী নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। রোববার, ১১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, ১৩, ১৪ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গল ও বুধবার ঢাকা-সহ দেশের সব মহানগরে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ। ১৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার সারাদেশে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শহিদ বাংলাদেশিদের স্মরণে বাদ জুমা দেশের সব মসজিদে দোয়া ও মাগফিরাত কামনা। ১৭, ১৮ ও ১৯ই ফেব্রুয়ারির কর্মসূচির মধ্যে ১৭ই ফেব্রুয়ারি শনিবার সব জেলা শহরে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ। ১৮ ও ১৯ই ফেব্রুয়ারি রবি ও সোমবার দেশের সব উপজেলা, থানা, পৌরসভায় ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৪ প্রতীক)

BBC

WARNINGS MOUNT AS ISRAEL PLANS RAFAH OFFENSIVE

Israel is facing growing international warnings over its planned offensive in Rafah - the city in southern Gaza crammed with Palestinian refugees. UK Foreign Secretary David Cameron said "over half of Gaza's population are sheltering in the area", while Dutch FM Hanke Bruins Slot said there could be "many civilian casualties". Saudi Arabia warned of "very

serious repercussions" if Rafah was stormed. Gaza's Hamas rulers said there could be "tens of thousands" of casualties. (BBC Web Page: 11/02/24, FARUK)

TRINIDAD AND TOBAGO HIT BY MYSTERY SHIP OIL SPILL

Trinidad and Tobago is considering declaring a national emergency over a huge oil spill from a ship that ran aground and overturned this week. At least 15km of Tobago's south-western coast have been affected, including some of the Caribbean island's pristine beaches. Some 1,000 volunteers have now joined government staff to clean up the spill. Divers have been trying to isolate the leak from the vessel, which was abandoned by its crew. Farley Augustine, the chief secretary of the island of Tobago, on Saturday said the government may designate the accident a Level 3 disaster, the highest.
(BBC Web Page: 11/02/24, FARUK)

TRUMP 'ENCOURAGES' RUSSIA TO ATTACK NON-PAYING NATO ALLIES

Donald Trump has said he would "encourage" Russia to attacks any Nato member that fails to pay its bills as part of the Western military alliance. At a rally on Saturday, he said he had once told a leader he would not protect a nation behind on its payments, and would "encourage" the aggressors to "do whatever the hell they want". Members of Nato commit to defend any nation in the bloc that gets attacked. The White House called the comments "appalling and unhinged". Addressing crowds during the rally in South Carolina, Mr Trump said he had made his comments about Russia during a meeting of leaders of Nato countries.
(BBC Web Page: 11/02/24, FARUK)

HUNGRY PRESIDENT RESIGNS LIVE ON TV OVER CHILD ABUSE PARDON

The president of Hungary has resigned live on television over a decision to pardon a man convicted of covering up a child sexual abuse case. It was revealed last week President Novak had given clemency to a man jailed for forcing children to retract sexual abuse claims against a director of a state-run children's home. Protests calling for her to step down had been growing in Hungary. Ms Novak apologized and said she made a mistake in granting the pardon. (BBC Web Page: 11/02/24, FARUK)

IMRAN KHAN-BACKED CANDIDATES FINISH FIRST IN PAKISTAN

The final results in Pakistan's general election have put independent candidates backed by jailed ex-PM Imran Khan's PTI party in the lead. Independents won 101 of the National Assembly seats. BBC analysis shows 93 of them went to PTI-backed candidates. That puts them ahead of ex-PM Nawaz Sharif's PMLN who won 75 and it is unclear who will from a government. As wrangling continues, independent candidates who did not win have flooded courts with vote-rigging allegations. Both the PTI, which was blocked from taking part in the election, and Mr Sharif's PMLN say they want to from the next government.
(BBC Web Page: 11/02/24, FARUK)

NIGERIAN BANK CHIEF KILLED IN US HELICOPTER CRASH

The co-founder of Access Bank, one of the largest banks in Nigeria, was among six people killed in a helicopter crash in California on Friday. Herbert Wigwe, his wife, son, and a former president of the Nigerian stock exchange were all killed in the crash. President Bola Tinubu described the death of Mr Wigwe as an overwhelming tragedy. Investigators are scouring the site in southern California desert to determine the cause of the crash.
(BBC Web Page: 11/02/24, FARUK)

MYANMAR'S MILITARY RULERS ENFORCE CONSCRIPTION LAW

The government in Myanmar has announced compulsory military service for all young men and women as the country's turmoil continues. The army seized power from the civilian government in a coup in February 2021. But in recent months it has been defeated in a series of battles with ethnic militias and anti-coup fighters. The move announced on Saturday will require allen aged 18-35, and women aged 18-27, to serve at least two years under military command. No further details have been released. But in a statement, the junta said its defence ministry would "release necessary bylaws, procedures, announcements orders, notifications and instructions". (BBC Web Page: 11/02/24, FARUK)

POPE AND MILEI MEET AS ARGENTINA GAINS FIRST FEMALE SAINT

Argentina's first female saint was canonized on Sunday, in an event which brought Pope Francis and the country's president face-to-face for the first time. President Javier Milei, a libertarian, had previously said the Pope was an "imbecile" who "promotes communism". He has since toned down his criticism after taking office in December. Mr Milei travelled to the

Vatican for the Mass at St Peter's Basilica, where he met and hugged the 87-year-old Pope. They will meet again in a private audience at the Vatican on Monday.
(BBC Web Page: 11/02/24, FARUK)

::THE END::